রাঁচি, বুধবার
06:09:2023

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>321 >>19 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২১ >> << ১৯শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

সূর্যের পথে দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম আদিত্যের

নয়া দিল্লি : আদিত্য এল১ মহাকাশে পাঠানো ভারতের প্রথম সূর্যযান। সোমবার রাতে যাত্রাপথের দ্বিতীয় ধাপ সফলভাবে অতিক্রম করেছে আদিত্য।

পৃথিবী থেকে ১৫ লাখ কিলোমিটার দূরে সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী এক অবস্থান থেকে সূর্যের কোরোনা স্তর এবং আলোরশ্মি পর্যবেক্ষণ করবে আদিত্য এল১ মহাকাশযান। সেখান থেকে একাধিক নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যাবে বলে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

সম্প্রতি চন্দ্রযানের সাফল্যের পর গত শনিবার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র ইসরো আদিত্য এল১ সূর্যযানের সফল উৎক্ষেপণ করেছে। সোমবার রাতে ইসরো জানিয়েছে, যাত্রাপথের দ্বিতীয় বাধা অতিক্রম করেছে এই মহাকাশযান।

টুইট করে ইসরো এই খবর জানিয়েছে। আদিত্যের বর্তমান অবস্থান এবং কোন কোন অঞ্চল থেকে আদিত্যকে উপগ্রহের মাধ্যমে ট্র্যাক করা হচ্ছে, তাও জানানো হয়েছে টুইটে।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর তৃতীয় বাধা পার করার কথা এই সৌরযানের। ভারতীয় সময় দুপুর আড়াইটা নাগাদ ওই বাধা পার করার কথা আদিত্য এল১-এর।

মোট ১২৫ দিন ধরে যাত্রা করবে এই সূর্যযান। প্রথম ১৬ দিন পৃথিবীর কক্ষপথে থাকার পর তা সূর্যের দিকে পাড়ি দেবে। শেষপর্যন্ত এই সূর্যযান পৌঁছাবে ল্যাগরেজ পয়েন্ট বা এল ওয়ান পয়েন্টে। সেখানেই অবস্থান করবে এই ভারতীয় উপগ্রহ।

এই সৌরযানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার জন্য আছে সাতটি পে লোড। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব কাজ আছে। সৌরযান তখনই সফল হবে, যখন এই পে লোডগুলি নিজের কাজ ঠিক করে করবে। একটি পে লোড সূর্যের কোরোনা স্তরের ছবি তুলবে।

তাছাড়া সূর্যের বর্ণালি পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দেবে ভিএলসি। সূর্যের কোরোনা থেকে আলোর রশ্মির বিচ্ছুরণ ও তার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ সম্পর্কেও তথ্য জানাবে ভিএলসি। সোলেক্স পে লোডের কাজ হবে নক্ষত্র হিসাবে সূর্য কেমন তা বিচার করা।

আরেকটা পে লোডের নাম এসইউআইসি। তারা ক্রোমোস্ফিয়ার ও ফটোস্ফিয়ারের ছবি ও তথ্য পাঠাবে। সূর্যপৃষ্ঠের নাম ফটোস্পিয়ার ও সেখান থেকে করোনা পর্যন্ত প্লাজমা স্তরের নাম ক্রোমোস্পিয়ার।

অন্য পে লোডগুলি সূর্যের বায়ু, কণা ও চুম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে খবরাখবর দেবে।

লেবার ডের ছুটি উপলক্ষ্যে দেশের কর্মীদের সম্মান জানালো যুক্তরাষ্ট্র

ফিলাডেলফিয়াঃ যুক্তরাষ্ট্র সোমবার বার্ষিক শ্রমদিবসে দেশের প্রায় ১৬০ মিলিয়ন কর্মীকে সম্মান জানাল। অনানুষ্ঠানিকভাবে গ্রীষ্মও শেষ হল। কিছু সম্প্রদায়ের শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগের দিন (যদি ইতোমধ্যে শুরু হয়ে না থাকে) বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়জনদের সাথে পরিবারগুলিকে মিলিত হওয়ার শেষ সুযোগ করে দিয়েছে এই ছুটি। আমেরিকান কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৮৯৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই জাতীয় ছুটির ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯ শতকের শেষ দিকে কর্মীরা প্রায়শই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন। দিনে ১২ ঘন্টা ও সপ্তাহে ৭ দিনই কাজ করতে হত তাদের। কঠোর কায়িক পরিশ্রম করেও পেতেন সামান্য বেতন। এখন, বাড়ির পিছনের দিকের উঠোনে বারবিকিউ, কয়েকটি কুচকাওয়াজ এবং বিশ্রামের মধ্য দিয়ে ছুটির দিনটি পালিত হয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, যিনি প্রায়ই নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ইউনিয়নপন্থী প্রেসিডেন্ট বলে থাকেন, সোমবার বার্ষিক ত্রিপ্রাদেশিক শ্রম দিবসীয় কুচকাওয়াজের জন্য পূর্বাঞ্চলীয় শহর ফিলাডেলফিয়া যান। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমের ইতিহাসে ইউনিয়নের গুরুত্ব নিয়ে তিনি বলেন, অতিমারির প্রাথমিক বিধ্বংসী প্রভাব থেকে আমেরিকান অর্থনীতি, যা বিশ্বের বৃহত্তম, ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জনতার উদ্দেশ্যে বাইডেন বলেন, এই শ্রমদিবসে আমরা উদযাপন করছি চাকরি, ভালো বেতনের চাকরি এমন চাকরি যার উপর নির্ভর করে আপনি পরিবারকে বহন করতে পারেন, ইউনিয়নের চাকরি। বাইডেনের আড়াই বছরের শাসনামলে দেশের অর্থনীতি ১৩ মিলিয়নের বেশি নতুন চাকরির ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে, এই সময়কালে অন্যান্য প্রেসিডেন্সির তুলনায় যা বেশি। যদিও কিছু চাকরি অতিমারির ফলে তৈরি হওয়া শূন্যপদ পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

জি টুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না চীনের প্রেসিডেন্ট শি

বেইজিং : চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারতে এই সপ্তাহের গ্রুপ অফ টুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন দৃশ্যত এড়িয়ে যাচ্ছেন। কারণ দেশ দুটির সম্পর্ক বরফশীতল অবস্থা পার করছে। পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং ৯-১০ সেপ্টেম্বরের সমাবেশে চীনের প্রতিনিধিত্ব করবেন। সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রক এটির ওয়াবসাইটে এক বাক্যের একটি নোটিসে একথা জানায়। চীন এবং ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক তাদের বিরোধপূর্ণ সীমান্তে বরফশীতল হয়ে উঠেছে। তিন বছর আগে তাদের মধ্যকার উত্তেজনার ফলে লাদাখে সংঘর্ষ হয়। এর ফলে ২০ জন ভারতীয় সেনা এবং চারজন চীনা সৈন্য নিহত হয়। এটি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় একটি দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থায় পরিণত হয়েছে। সেখানে প্রতিটি পক্ষ কামান, ট্যাংক এবং ফাইটার জেটসহ কয়েক হাজার সামরিক কর্মীকে মোতায়েন করেছে। চীনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য এবং ভারতের কৌশলগত সম্পর্ক নিয়েও বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত এবং চীন উভয়েই একে অপরের সাংবাদিকদের বহিষ্কার করেছে। মাও সে তুং-এর পর থেকে শি যেকোনো চীনা নেতার চেয়ে দেশের অভ্যন্তরে বেশি ক্ষমতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের আঞ্চলিক স্বার্থ এবং স্বশাসিত তাইওয়ানের প্রতি ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করেছেন। চীন প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে তাইওয়ানকে অধিগ্রহণ করার হুমকি দিয়ে থাকে।

বাজার দর

SENSEX : 65780.26 +152.12
NIFTY : 19574.90 +46.11

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারত সফর করতে চলেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : দু'দিনের ভারত সফর করতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বসতে চলেছে জি২০ ভুক্ত দেশগুলির দু'দিনের শীর্ষ সম্মেলন। সেই সম্মেলন যোগ দিতে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারত সফর করতে পারেন, মার্কিন প্রশাসন সূত্রে প্রেসিডেন্ট বাইডেন-এর সফরসূচির এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার জি২০ সম্মেলনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে জি২০ সামিটের মূল অনুষ্ঠান। ওই সম্মেলনে যোগ দিতেই ভারতে আসছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এবার জি২০ ভুক্ত দেশগুলির সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সম্মেলনের মাঝে মোদী-বাইডেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে পারেন বলে সংবাদ সূত্রে খবর। দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে হোয়াইট হাউস সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। দ্বিপাক্ষিক সেই বৈঠকে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর এটাই হচ্ছে বাইডেন-এর প্রথম ভারত সফর। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছরে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাকে স্বাগত জানানোর জন্য হোয়াইট হাউসে বিশেষ নৈশভোজেরও আযোজন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এবার ভারত সফরে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। প্রসঙ্গত, ভারতের সভাপতিত্বে জি২০ সামিটে ১১০টি দেশের ১২ হাজার ৩০০ প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন।

পাকিস্তানে এক যাজককে হত্যার চেষ্টা

ফয়সালাবাদ : মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানের পুলিশ সোমবার নিশ্চিত করেছে, পূর্বের একটি জেলায় স্থানীয় এক খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাকে গুলি করে আহত করা হয়েছে। ওই এলাকায় একটি খ্রিস্টান পাড়ায় জনতার নেতৃত্বে হামলায় গত মাসে প্রায় ২৪টি গির্জা এবং বেশ কয়েকটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। আহত যাজকের নাম ভিকি। তিনি ফয়সালাবাদে পুলিশকে বলেন, রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় গির্জায় প্রার্থনার নেতৃত্ব দেয়ার পরে তিনি তার ছেলের সাথে মোটরসাইকেলে করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তখন তাকে একজন বন্দুকধারী গুলি করে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যরা জানিয়েছেন, ভিকি বর্তমানে তার কাঁধে বুলেটের আঘাতের কারণে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। কেউ এই হত্যা প্রচেষ্টার দায় স্বীকার করেনি। ১৬ আগস্ট জেলার দরিদ্র জরানওয়ালা শহরে হাজার হাজার মুসলমান একটি খ্রিস্টান পাড়ায় হামলা চালানোর দুই সপ্তাহ পরে এই হামলা সংঘটিত হয়। জনতা জরানওয়ালায় ২৪টি গির্জা, কয়েক ডজন ছোট চ্যাপেল এবং বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। পুলিশ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতারা জানায়, দুজন খ্রিস্টান ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরান অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ ও গুজব মুসলমানদেরকে দাঙ্গায় উস্কে দেয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হামলার একটি হিসেবে এটিকে অভিহিত করা হয় এবং এর ব্যাপক নিন্দা করা হয়। পাকিস্তানের ধর্ম অবমাননা আইনে কোরান বা ইসলামি বিশ্বাসের অবমাননা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, শত শত সন্দেহভাজন, যাদের বেশিরভাগই মুসলিম, তারা পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী রয়েছে। কারণ বিচারকরা প্রায়শই তাদের বিচারকাজ এগিয়ে আনতে বা ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর চাপে তাদের অব্যাহতি দিতে অনিচ্ছুক থাকেন।

অভ্যুত্থান মাঝারি ও স্বল্প মেয়াদে প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ইউরেনিয়াম এখন বিশ্ব বাজারে রয়েছে

নাইজারের ইউরেনিয়াম না পেলে ইউরোপে আঁধার নামবে?

নাইজারঃ নাইজারে অভ্যুত্থানের পর থেকে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে অনেকের মনে - ফ্রান্স নাইজার থেকে ইউরেনিয়াম না পেলে কি ইউরোপে রাতে আর আলো জ্বলবে না? ইউরোপের জ্বালানি সরবরাহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা কী মনে করেন?

ফ্রান্স নিজেদের মোট বিদ্যুতের দুই তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে এমন নিউক্রিয়ার প্ল্যান্ট থেকে যেগুলো ইউরেনিয়াম ছাড়া অচল। সেই ইউরেনিয়ামের বড় একটা অংশ কয়েক দশক ধরে নাইজার থেকে পেয়ে আসছে ফ্রান্স।

গত ২৬ জুলাই নাইজারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর ইউরেনিয়াম খনিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় জেনারেল আব্দোররাহমানে তিয়ানির সরকার। ইউরেনিয়াম রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফরাসি কর্তৃপক্ষকে নাইজার ছাড়তে হবে। ফরাসি রাষ্ট্রদূত সিভলেঁ ইতে অবশ্য তারপরও রাজধানী নিয়ামে ছাড়েননি। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক করে ইউরেনিয়াম সরবরাহ অব্যাহত রাখার আশা ছাড়েননি।

কিন্তু নাইজারের পরিস্থিতি মাক্রোঁর অস্বস্তি বাড়াচ্ছে। নাইজারের সাবেক জ্বালানি মন্ত্রী মাহামান লাওয়ান গায়ার দাবি, এই মুহূর্তে তার দেশের অনেক মানুষই ফ্রান্সের ওপর ভীষণ বিরক্ত, কারণ, "নাইজারের প্রায় প্রতিটি মানুষ মনে করেন, (ফ্রান্সের সঙ্গে) আমাদের পার্টনারশিপটা খুবই অসম।" ইমেইলের মাধ্যমে গায়া জানান, ২০১০ সালে নাইজার যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম রপ্তানি করেছে তার মোট মূল্য ৩.৫ বিলিয়ন ইউরো (৩.৮ বিলিয়ন ডলার) তিন হাজার ৮০০ মিলিয়ন ডলার) হওয়ার কথা, অথচ পেয়েছে মাত্র ৪৫৯ মিলিয়ন ইউরো।

তাই তার মতে, "নাইজার যদি ফ্রান্সে আর ইউরেনিয়াম রপ্তানি না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে ফ্রান্সে হয়ত এর নাটকীয় প্রভাব পড়বে, কিন্তু নাইজারের অর্থনীতিতে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না।" তিনি জানান, ফ্রান্সে ইউরেনিয়াম রপ্তানি বন্ধ হলে সাধারণ মানুষের মাঝে এর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না, কারণ, নাইজারের প্রায় ৯০ মানুষ এতকাল শুধু ইউরোপে বিদ্যুৎ সরবরাহে নিজের দেশের ভূমিকা দেখেছে, কিন্তু নিজেরা এখনো বিদ্যুৎ পায়নি।

গত কয়েক দশক ধরে ওরানো নামের একটি প্রতিষ্ঠান নাইজার থেকে প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম ফ্রান্সে পৌঁছে দিচ্ছে।

ইউরোপে কি আঁধার নামবে?

ফ্রান্সের ৫৬টি নিউক্লিয়ার পাওয়ারপ্ল্যান্ট নাইজারের ইউরেনিয়ামের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে ইউরোপের বেশ কিছু দেশ ফ্রান্সের বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। নাইজারের নতুন সরকার কি এ ফ্রান্সে ইউরেনিয়াম রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে? নাইজারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতা হামা আমাদু তা মনে করেন না। তার ধারণা, জেনারেল আব্দোররাহমানে তিয়ানির সরকার এখনো ফ্রান্সে ইউরেনিয়াম রপ্তানি বন্ধ করেনি এবং আগামীতেও করবে না।

ইউরাটোম সাপ্লাই এজেন্সির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বছর নিজেদের মোট ইউরোনিয়ামের এক পঞ্চমাংশ নাইজার থেকে পেয়েছে ফ্রান্স। তারপরও দেশটি সমস্যায় পড়েনি, কারণ, কাজাখস্তান এবং উজবেকিস্তান থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইউরেনিয়াম পেয়ে থাকে তারা। লন্ডনভিত্তিক থিংকট্যাংক চ্যাথাম হাউসের অ্যালেক্স ভাইন্স জানান, গত বছর ফ্রান্সের তৃতীয় বৃহত্তম ইউরেনিয়াম সরবরাহকারী ছিল নাইজার। ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশন জানাচ্ছে, ২০২২ সালে সারা বিশ্বে বিক্রি হওয়া ইউরেনিয়ামের মাত্র ৫ ছিল নাইজারের। প্রশ্ন হলো, যদি তাদের সাবেক কলোনি থেকে বছরের চাহিদার এক পঞ্চমাংশ ইউরেনিয়াম না পায় ফ্রান্স, যদি সেখান থেকে ওই ৫ না পায় বিশ্ব, তাহলে কি খুব বড় বিপর্যয় দেখা দেবে? বিদ্যুতের অভাবে ইউরোপে কি আঁধার নামবে?

সে আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে ইউরোপীয় কমিশনের মুখপাত্র আডালবার্ট ইয়ান্স বলেছেন, "মাঝারি ও স্বল্প মেয়াদে প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ইউরেনিয়াম এখন বিশ্ব বাজারে রয়েছে। তা দিয়ে ইউরোপের চাহিদাও মেটানো যাবে।"

চিতাবাঘের আক্রমণে বৃদ্ধ মহিলার মাথা ও শরীর বিচ্ছিন্ন, এলাকায় চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ার ঃ চিতাবাঘের আক্রমণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এক বৃদ্ধার মাথা ও ধড়। রাতভর খোঁজাখুঁজির পর প্রথমে শরীর তারপর সকালে জঙ্গল থেকে কাটা মাথা উদ্ধার করে পুলিশ।মৃতের নাম সরোদিনি রায় (৬৫) বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাঙকান্দি অতীতপাড়ায় ড স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাত প্রায় আনুমানিক আটটার দিকে সে তার বাড়ির কলপাড়ে গেলে সেখান থেকেই তাকে বাঘে টেনে নিয়ে যায়, কলেরপাড়ে শুধু তার পায়ের চটি পড়েছিল, এই দেখেই বাড়ির আত্মীয়রা চিৎকার চেঁচামেচি করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং খোঁজাখুঁজি করে এরপর খবর দেওয়া হয় ফালাকাটা থানার অন্তর্গত জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশকে, ঘটনাস্থলে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে রাত আনুমানিক বারোটার দিকে পাশের তাতাসি নদীর ধারের থেকে বৃদ্ধার মাথা ছাড়া দেহ উদ্ধার করে পুলিশ, এরপর সোমবার ভোর আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ সেই নদীর পাশে থেকেই তার মাথা উদ্ধার করে পুলিশ, ঘটনাস্থলে রয়েছে দলগাঁও রেঞ্জের বন কর্মীরা ড বন কর্মীরা সেখানে খাঁচা নিয়ে গিয়েছে ড ফালাকাটা থানার পুলিশ জানায় বডি এবং মাথা দুটোই ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনা হয়েছে সেখান থেকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে

চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের মধ্য দিয়ে শিক্ষক দিবস পালন

শিলিগুড়ি ঃ ছাত্র এবং শিক্ষকের সুমধুর সম্পর্কের নির্দশনের ছাপ রেখে গেল নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা।আজ শিক্ষক সমাজের প্রাণপুরুষ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ এর ১৩৫ তম জন্মদিন।এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের হল ঘরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রীদের চক্ষু পরীক্ষা করানো হয় এদিন।এই অনুষ্ঠানের ফাঁকে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধিত করা হয়।উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ সহকারী প্রধান শিক্ষক চন্ডিব্রত চক্রবর্তী সহ স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি অসীম অধিকারী।

শিক্ষক দিবসের প্রাক মুহূর্তে একটু অন্য আঙ্গিকে শিক্ষক দিবস পালন করতে উদ্যোগী হয়েছেন জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা হাইস্কুলের প্রাক্তনীরা

জলপাইগুড়ি ঃ শিক্ষক দিবসের প্রাক মুহূর্তে একটু অন্য আঙ্গিকে শিক্ষক দিবস পালন করতে উদ্যোগী হয়েছেন জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা হাইস্কুলের প্রাক্তনীরা । ১৯৮৭ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের ছাত্ররা তৎকালীন শিক্ষকদের শিক্ষাগুরু সম্মানে ভূষিত করলেন। দীর্ঘ প্রায় ৩৬ বছর পর স্কুলে এসে আবেগাপ্লুত শিক্ষক ও ছাত্ররা। এই ব্যাচের ছাত্র চিরঞ্জীব ঘোষ জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের বিশেষ সচিব। স্কুলের এই অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছেন। প্রাক্তনীদের মধ্যে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউ বা আবার চিকিৎসক, কেউ স্কুল শিক্ষক, কেউ বা আবার পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সকলেই যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য ফিরে গিয়েছিলেন অতীতের সেই ছাত্র জীবনে। নস্টালজিক এক পরিবেশ! ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্কের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্মসূচি যথেষ্টই আশানুরূপ বলে দাবি করেছেন প্রাক্তন শিক্ষকেরা।

শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উমেশ শর্মা, অজয় গুহরায়, হরিপদ সামন্ত, সচিদানন্দ ঘোষ, অশোক মিত্র প্রমুখ।

অনন্ত মহারাজের উপস্থিতিতে উত্তর দিনাজপুর জেলায় আযয়োজিত রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিশাল জনসভা

উত্তর দিনাজপুর ঃ অনন্ত মহারাজের উপস্থিতিতে উত্তর দিনাজপুর জেলায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিশাল জনসভার আযয়োজন করা হয়েছে।সোমবার বিকেল ৩ টার সময় উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার অন্তর্গত রসাখোয়া হাট খোলা মাঠে দা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস এশোশিয়ান জনসভা, এদিনের এই জনসভায় ২০০০ রাজবংশী সমাজের লোকজন জমায়েত হয়, সভায় উপস্থিত ছিলেন দা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস এশোশিয়ান নেতা রাজ্য সভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় অন্তত মহারাজ। রাজবংশী সমাজের ভাষা সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী তার পায়ের সঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের তুলনা করায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দি গ্রেটার কোচবিহার পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের

কোচবিহার ঃ গতকাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পায়ের সঙ্গে রাজবংশীদের তুলনা করেন। দি গ্রেট আর কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতা তথা রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান বংশী বদন বর্মন এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। আজ কোচবিহার প্রেসক্লাবে এটি সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পায়ের সঙ্গে রাজবংশীদের তুলনা করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করেছে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার কথা প্রত্যাহার করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী তার কথা প্রত্যাহার না করলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারী দেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগর জাতীয় ম্যারাথন ক্যালেন্ডারের অংশ হতে চলেছে

অসম সরকার, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের যুগ্ম প্রচেষ্টায় চলতি বছরের ৩ ডিসেম্বর গুয়াহাটি ম্যারাথন আযয়োজনের দিন ধার্য

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যবাসীর জন্য সুখবর। এবার গুয়াহাটি মহানগর জাতীয় ম্যারাথন ক্যালেন্ডারের অংশ হতে চলেছে। অসম সরকার, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের যুগ্ম প্রচেষ্টায় চলতি বছরের ৩ ডিসেম্বর গুয়াহাটি ম্যারাথন আযয়োজনের দিন ধার্য করা হয়েছে। এই ইভেন্টে তিনটি রেস থাকবে। হাফ ম্যারাথন (২১.০৯৭৫ কিমি), ১০ কিলোমিটার, এবং ৫ কিলোমিটার দৌড়। গুয়াহাটি ম্যারাথন আযয়োজন সংক্রান্তে একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন আগামী ২০ সেপ্টেম্বরের আশেপাশের তারিখ থেকে শুরু হবে। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগর জাতীয় ম্যারাথন ক্যালেন্ডারের অংশ হওয়া তথা অসম সরকার, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের যুগ্ম প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠেয় এই ইভেন্টের বিষয়ে আলোচনার জন্য রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসা এবং জিওসি গজরাজ কর্পস লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনীশ এরির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে শুধুমাত্র প্রাথমিক দিকগুলো আলোচনা করা হয় বলে জানা গেছে। তবে এক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহে ফের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যেখান গুয়াহাটি ম্যারাথনের প্রস্তাবিত রুট, পুরস্কারের অর্থ, ইভেন্টের লোগো ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা হওয়ার পাশাপাশি এই সংক্রান্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। গুয়াহাটি মহানগরকে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বের প্রবেশদ্বার হিসাবে গণ্য করা হয়। গত কয়েক বছরে এই মহানগর উন্নয়নের একটি আলোড়ন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান অসমে শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পাশাপাশি সম্পূর্ণ রাজ্যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ফলে এই পরিবেশে গুয়াহাটি মহানগর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া ইভেন্টের আযয়োজন করতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে যেটা দেশের ক্রীড়া মানচিত্রে স্থায়ী প্রভাব ফেলবে। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যারাথন ক্যালেন্ডারে গুয়াহাটি মহানগরকে প্রতিষ্ঠা করবে। মূলত এই ক্রীড়া ইভেন্টের ধারণা তৈরি করা হয়েছে যাতে গুয়াহাটি ম্যারাথন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসম এক অনন্য আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হতে পারে। এটা রাজ্যের উন্নয়নের প্রকৃত চেতনার প্রতীকি অর্থাৎ ইভেন্টটি 'শাইনিং অসম'-এর সেরা দিকগুলি প্রদর্শন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম বারের জন্য অসম সরকার, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের যুগ্ম প্রচেষ্টায় চলতি বছরের ৩ ডিসেম্বর গুয়াহাটি ম্যারাথন আযয়োজনের দিন ধার্য করা হয়েছে। প্রোকাম ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড এই মর্যাদাপূর্ণ ইভেঃটের প্রচারক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছে। গুয়াহাটি ম্যারাথনের আযয়োজকরা ইভেন্টটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে অংশগ্রহণকারীদের বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে প্রতিটি দৌড়ের জন্য আকর্ষণীয় আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পিএমআই দক্ষিণ এশিয়া পুরস্কার লাভ

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ''ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম ফর সেভিং এলিফেন্ট লাইভস''এর সাথে নিজেদের এন্ট্রির দ্বারা মাইক্রো প্রজেক্ট অব দ্য ইয়ার এর জন্য পিএমআই সাউথ এশিয়া পুরস্কার লাভ করল। ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে চেন্নাইয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই পুরস্কার লাভ করে। ২০০৯ সালে এর সূচনার সময় থেকে রেলমন্ত্রকের অধীনে কোনও জোনাল রেলওয়ে প্রথমবারের জন্য এই পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হয়। ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড অথবা বিইএল রানার্স আপ পুরস্কার লাভ করে। ২০২২ সালে মাইক্রো প্রজেক্ট পুরস্কার লাভ করেছিল আইবিএম। প্রত্যেক বছর আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক পুরস্কার অনুষ্ঠানে নিজেদের উদ্ভাবন প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এই অঞ্চলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির জন্য স্বীকৃতি হিসেবে পিএমআই সাউথ এশিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) হলো হাতি রক্ষা করা ও ট্রেন পরিচালনার গতিশীলতা উন্নত করার জন্য একটি ইকো সাস্টেইনেবল সলিউশন। এই সিস্টেমটি আর্টিফিসিয়াল ইঃটালিজেন্স (এআই) ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে বন্যপ্রাণীর চলাচল শনাক্ত করতে এবং কন্ট্রোল অফিস, স্টেশন মাস্টার, গেটম্যান ও লোকো পাইলটদের সতর্ক করার জন্য সেন্সর হিসেবে ব্যবহার করা হবে বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার। এটি ফাইবার অপটিক ভিত্তিক অ্যাকোস্টিক সিস্টেম ব্যবহার করে, যা ট্র্যাকে হাতির উপস্থিতি সময় মতে অনুধাবন করতে ডায়ালাইসিস স্ক্যাটারিং ফেনোমেনন হিসেবে কাজ করে। এআই ভিত্তিক সফ্টওয়্যারটি মূল ইউনিটের উভয় পাশে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত অস্বাভাবিক চলাচল পর্যবেক্ষণ করতে পারে (অর্থাৎ মোট ৮০ কিমি প্রসারিত)। অতিরিক্তভাবে রেল ফ্র্যাকচার, রেলপথে অনুপ্রবেশ শনাক্ত করতে এবং রেলওয়ে ট্র্যাকের নিকটে অকর্তৃত্বশীলভাবে খনন, ট্র্যাকের নিকটে ভূমিধস ইত্যাদির জন্য দুর্যোগ প্রশমন সম্পর্কে সতর্ক করতে এই আইডিএস সাহায্য করে।

পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত ডুয়ার্স অঞ্চলের চালসা হাসিমারা সেকশন এবং অসমের লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত লংকা হাওয়াইপুর সেকশনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত আইডিএস পাইলট প্রজেক্টের ১০০ শতাংশ সাফল্যের পর এখন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে থাকা অন্যান্য সবগুলি এলিফেঃট করিডোরে পর্যায়ক্রমিকভাবে এটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যার জন্য ইতিমধ্যেই ৭৭ কোটি টাকা অনুমোদন জানানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ট্রেনের ধাক্কায় রেল ট্র্যাকে প্রবেশকারী হাতিদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এই পাইলট প্রজেক্টটি ইতিমধ্যে অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেছে। ভুবনেশ্বর স্থিত ইস্ট কোস্ট রেলওয়েও (ইসিওআর) নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে হাতির জীবন রক্ষা করতে সফলভাবে এই মডেল গ্রহণ করেছে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ এলাকাবাসী

আলিপুরদুয়ার ঃ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক। খানাখন্দে ভর্তি।দুর্ঘটনা বাড়ছে।আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের পানিয়ালগুড়ি সংলগ্ন ৩১ জাতীয় সড়কের ঘটনা। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর।সকাল ৯ টা থেকে এই অবরোধ চলছে। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে এই পথ অবরোধে বন্ধ যান চলাচল। এই সড়কে চেকো ব্রিজ।কয়েকদিন আগে মেরামতি হলেও আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে।গতকাল এখানে সাত টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।হেলদোল নেই জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষের।ঘটনাস্থলে পুলিশ। অবরোধ কারীদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

দুই ভাইকে পোলের সঙ্গে বেঁধে রেখে, আরেক ভাইকে বাড়ি থেকে ডেকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠলো জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ দুই ভাইকে পোলের সঙ্গে বেঁধে রেখে, আরেক ভাইকে বাড়ি থেকে ডেকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠলো জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ গেলে তাদেরকে ঘিরে চরম বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। মৃতদেহ গ্রামের রাস্তায় ফেলে রেখেই পুলিশের সামনে চলে তুমুল বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ এই শুট আউটের ঘটনাটি ঘটেছে চাচল থানার জালালপুর গ্রামে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ তাদের বাড়ির ছোট ছেলেকে মাথায় গুলি করার পর দেহের বিভিন্ন অংশেও গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে। এরপর দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ । এই ঘটনাই গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হন। মৃত ওই যুবকের পরিবার হামলাকারী গফুর আলী, আহাদ শেখ, খাইরুল শেখ, শাহজাহান আলী সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সহিদুল আলী (৩০) । তিনি পেশায় মুয়াজ্জেম ছিলেন। সহিদুলরা ছিল ছয় ভাই। সে বাড়ির ছোট। পরিবারে তার স্ত্রী এবং এক নাবালক সন্তান রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান জমির দখলদারিকে ঘিরে গোলমালের জেরেই এই শুট আউটের ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার পর দুষ্কৃতীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। মৃতের এক দাদা সামিউল শেখ জানিয়েছেন, তাদের একটি চার বিঘার জমি দখলদারিকে ঘিরেই গফুর আলি ও তার দলবলের সঙ্গেই গোলমাল চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এই নিয়ে আদালতে মামলাও পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু এদিন অভিযুক্তরা দলবল নিয়ে তাদের জমি দখল করতে আসে। সেই সময় তারা বাধা দিলে তাদের দুই ভাইকে জমির সামনে একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। তারপরেই ছোট ভাই সাইদুল আলীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার সময় কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ারে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা একবারের জন্য বাধা দিতে আসেন নি। চোখের সামনে ভাইকে গুলি করে দেওয়ার পর দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। আর তারপরে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য , সহিদুল আলী অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। ওই পরিবারটি কারও সঙ্গে কোন রকম ঝামেলার মধ্যে ছিল না। ওদের একটি জমির দখলদারি নিয়েই মামলা চলছিল। এরপরই এদিন দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্যেই ওই পরিবারটির কয়েকজন সদস্যকে মারধর করে এবং সাইদুলকে গুলি করে খুন করেছে। এই ঘটনার পর পুলিশ এলাকায় এলে তাদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। চাচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত ঘটনাকে ঘিরেই গোলমালে সূত্রপাত। তারপরই এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে। ইতিমধ্যে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে চাচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কিছু মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। সেই সময় বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

নাবালিকা মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে চলছে নোংরা রাজনীতি, অভিযোগ সিপিআইএম এর

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকভাবে অশান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে, আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি, মঙ্গলবার শিলিগুড়ির CPIM এর দলীয় কার্যালয়ে এমনই মন্তব্য করলেন দার্জিলিং জেলা CPIM এর আহ্বায়ক জীবেশ সরকার। মঙ্গলবার জীবেশ সরকার ও দার্জিলিং জেলা CPIM এর সভাপতি সমন পাঠক একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন।সেখানে তারা বলেন, এই ঘটনা খুবই নিন্দাজনক কিন্তু পুলিশের সামনেই এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি তৈরি করা হচ্ছে। মিছিলে গোলি মারো স্লোগান তোলা হচ্ছে আর পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এর মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

চতুর্থ রাজ্য তাইকন্ড প্রতিযোগিতায় মালদা জেলা পেয়েছে স্বর্ণ পদকের সঙ্গে রুপা ও ব্রোঞ্জ পদকও

মালদা ঃ চতুর্থ রাজ্য তাইকন্ড প্রতিযোগিতায় মালদা জেলার জয়জয়কার। স্বর্ণ পদকের সঙ্গে রুপা ও ব্রোঞ্জ পদকও ছিনিয়ে নিয়ে আসে প্রতিযোগীরা। স্বর্ণ প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন ওল্ড মালদা থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার উমা সরকার ও গাজোলের হাতিমারি হইস্কুলের শিক্ষিকা অনামিকা টুডু রূপা পদক জিতে জেলার নাম উজ্জ্বল করেছেন। এই ছাড়াও স্বর্ণ পদক যারা পেয়েছে তারা অনির্বাণ সিনহা, যুবরাজ হালদার, সান্নিধি সরকার,অর্চিস্মান দাস(বৈষ্ণবনগর) প্রনশ্রি সাহা (উওরদিনাজপুর) , সুভাষ বিশ্রা (গাজোল)। কোচ রামাসিস দাস জানান, শিক্ষার্থীদের সাফল্যে আমি খুব খুশি। ওরা জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। ২৯ জনের মধ্যে ১৪ জন সোনা, ৯ জন রুপা এবং বাকিরা ব্রোঞ্জ পেয়েছে।

আবারো আসামে মৃত্যু মালদার শ্রমিকের

মালদাঃ মিজোরামের রেল নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছিল মালদার ২৩ জন শ্রমিকের তার রেসকাটে না কাটতেই আবারো রেলের কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলো আসামে মৃত শ্রমিকের নাম ছোট্ট মুমিন বয়স ২১ বছর তার বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন নগরিয়া গ্রামে। মৃত্যুর খবর শুনে ই কান্নাই ভেঙ্গে পড়েন মাবাবা সহ আত্মীয়স্বজন। মৃত ছোট্ট মোমিনের মা আপ্তারুন বিবি জানান গত ১০ই সেপ্টেম্বর টাইলস এর কাজে গোয়ায় যান ছেলে। তারপরে সেখান থেকে ঠিকাদারের ডাক পেয়ে সরাসরি আসামে প্রায় চার দিন আগে যান রেল লাইনের ইলেকট্রিকের কাজ করতে। আসামে যাওয়ার বিষয়ে মাকে টেলিফোন করে জানিয়েছিল ছোট্ট কিন্তু মা আফতারুণ বিবি , ছেলেকে আসামে যেতে নিষেধ করেছিল কিন্তু ছেলে মায়ের কথা শুনে নি পরিবারের অভিযোগ রেললাইনের ওপর পোলে ইলেকট্রিক কাজ করার সময় সিগন্যাল গলোযোগের কারণে ট্রেন ঢুকে সজরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে পড়েই মৃত্যু হয় ছোট্টু মোমিনের। এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার সহ গ্রামবাসি।

লোক সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে জেলা ভিত্তিক লোক শিল্পী কর্মশালার আযয়োজন

কোচবিহার ঃ কোচবিহার লোক সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে জেলা স্তরে আঙ্গিক ভিত্তিক লোক শিল্পী কর্মশালার আযয়োজন করা হলো। মঙ্গলবার কোচবিহারের পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্রে এই কর্মশালা হয়। এদিনের এই কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান।আজ থেকে শুরু হওয়া এই কর্মশালা আগামী ২ দিন ধরে চলবে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, সংস্কৃতি অনুরাগী জলিল

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারেজের রেলিং গার্ড ভেঙে রেললাইনে পাশে ঢুকে গেলো একটি মালবাহী ট্রাক। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

মালদা ঃ ফের ফরাক্কার ব্যারেজে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সোমবার রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারেজের রেলিং গার্ড ভেঙে রেললাইনে পাশে ঢুকে গেলো একটি মালবাহী ট্রাক। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ব্যারেজে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। রেল সুত্রে জানাযায়, একটি অ্যাম্বুলেন্স একটি লরি মালদার দিক থেকে বহরমপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ফরাক্কা ব্যারেজের মুখে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে উপর লরিটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে সামনের থাকা অ্যাম্বুলেন্সকে ধাক্কা মারে। তারপর লরিটি ফরাক্কা ব্যারেজের রেলিং গার্ড ধাক্কা মারে।

আজকের দিনটি

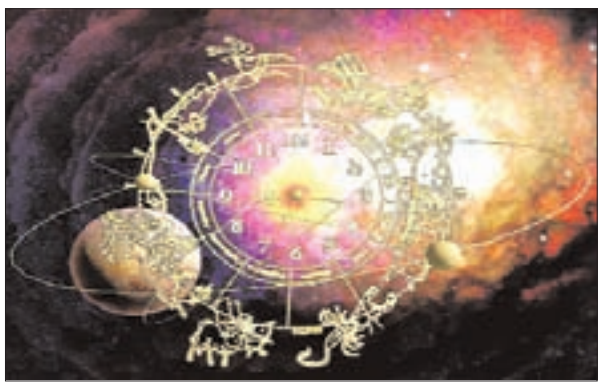

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচারের বিষয়ে তদন্তের আহ্বান

ঢাকা ঃ সিঙ্গাপুরে ১ বিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আলমের বিরুদ্ধে তদন্তের দ্রুত উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান মুজিবুল হক চুন্নু।

সোমবার জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ আহ্বান জানান জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।

তিনি বলেন, 'ডেইলি স্টার সহ বিভিন্ন পত্রিকায় একজন ব্যক্তির নাম আসছে। যিনি বিভিন্ন ব্যাংকের মালিক। তিনি অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে সিঙ্গাপুরে মার্কেট করেছেন, হোটেল কিনেছেন ১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে।'

দেশে ডলার সংকটে সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ করছে, অর্থনীতিও ভালোভাবে চলছে না। সেই পরিস্থিতিতে এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্য হলে তা রাষ্ট্রবিরোধী এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল শামিল বলে মনে করেন এই নেতা। জাতীয় পার্টির এই সংসদ সদস্য অর্থমন্ত্রীরও সমালোচনা করেন। বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচার হওয়া থামাতে ব্যবস্থা নিতে বলা হলেও অর্থমন্ত্রী সে বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের এখন পর্যবেক্ষকের আপত্তি থাকা সত্তেও নাসা গ্রুপের ২৫২ কোটি টাকা ঋণের সুদ মাফ করা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুজিবুল হক।

এই সময়ে মার্কিন চাপ সামলানোর কূটনীতি

ঢাকা ঃ রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় ২৪ ঘন্টার সফরে আসছেন ৭ সেপ্টেম্বর। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আসছেন ১০ সেপ্টেম্বর। আর শেখ হাসিনার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লিতে। এই আসা যাওয়ার কেন্দ্রে রয়েছে ভারতে হতে যাওয়া জি২০ সম্মেলন। ওই সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন না এলেও আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁসহ আরো কয়েকজন সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোদীর বিশেষ আমন্ত্রণে ওই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাশিয়ার কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই প্রথম ঢাকা আসছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সের্গেই লাভরভ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের আস্থাভাজন হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাশিয়ায় এই সময়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্রী লাভরভ ঢাকা সফর করেই

ভারতে জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে যাবেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জি২০ সম্মেলনে যোগদান শেষে ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আসবেন। আর সম্মেলনের আগের দিন ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচনসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফ্রান্সের প্রেডিন্টের বাংলাদেশ সফর এবং মোদীর সঙ্গে শেখ হাসিনার বৈঠককে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশ্লেষকেরা। ভারতে জি২০ সম্মেলন ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর। ভারত এখন এর চেয়ার। অন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো ঃ আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি , জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, সাউথ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন,এই সময়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফর এবং নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে শেখ হাসিনার বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টও ঢাকা আসছেন। এটা বাংলাদেশকে গুরুত্বের জায়গায় নিচ্ছে। তিনি মনে করেন সামনে নির্বাচন তাই এর রাজনৈতিক গুরুত্বও আছে। মার্কিন প্রতিনিধিরা তো বেশ কয়েকবার ঢাকা সফর করেছেন নির্বাচন ইস্যু নিয়ে। এখন অন্যরা করছেন। সামনে এই ধরনের সফর আরো বাড়বে। তার কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনো রাশিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঢাকা আসছেন। আর ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই সফরের গুরত্ব আছে। তবে বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে রাশিয়া তো তার অবস্থান আগেই জানিয়ে দিয়েছে। তারা এটাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসবে দেখছে। এটা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য কোনো দেশের তৎপরতাকে তারা হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছে। চীনও একই অবস্থানে আছে। রাশিয়া হয়তো সেই অবস্থানই আবার জানাবে। তবে তিনি মনে করেন, নিষেধাজ্ঞার কারণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পেমেন্ট নিয়ে সমস্যা, রাশিয়ান মুদ্রায় ওই দেশের সঙ্গে ব্যবসা করা, ডলারের প্রভাব কমানো, পরবর্তীতে ব্রিকস এর সদস্যপদ পাওয়া এই বিষয়গুলো তার সফরে গুরুত্ব পেতে পারে। নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারত এই সরকারকে গুরুত্ব দেয়। বিশেষ করে উত্তরপূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে বাংলাশের বর্তমান সরকার জিরো টলারেন্স দেখিয়েছে। ফলে ভারতের জন্য হাসিনার সরকার গুরুত্বপূর্ণ। তার কথা,সামনের নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর মার্কিন চাপ আছে। সেটার একটা ব্যালেন্সও আছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো সাধারণ মানুষের চাপ। এখানে সরকারের পতন বা গণঅভ্যুত্থান লাখ লাখ মানুষ মাঠে না নামলে সম্ভব নয়। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যারা সহযোগী আছে তার মধ্যে ফ্রান্সও আছে। এই সময়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সফরে কী হয় সেটাও দেখার আছে। জি২০ সম্মেলনে জো বাইডেন আসছেন। আরো অনেক দেশের প্রতিনিধি থাকছেন। শেখ হাসিনা হয়তো বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সাইডলাইনে কারো কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। সাবেক রাষ্ট্রদূত মো. হুমায়ুন কবীর মনে করেন,মোদীর সাথে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথা হবে। সামনে নির্বাচন তাই এটা হওয়ারই কথা। নির্বাচনের পলিসি নিয়েও কথা হতে পারে। তবে জো বাইডেনের সঙ্গে কোনো বৈঠকের সম্ভাবনা দেখছি না। হয়তো দেখা হতে পারে। রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রসহ রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক ইস্যু আছে। সেগুলো তার অল্প সময়ের সফরে গুরুত্ব পাওয়ার কথা। আর রাশিয়ার তো বাংলাদেশ নিয়ে একটা রাজনৈতিক অবস্থান আছে। সেটা থাকবে। তার কথা, এই সময়ে সরকার হয়তো চাইবে নির্বাচন নিয়ে তাদের অবস্থানের প্রতি ভারত ও রাশিয়ার সমর্থন দেখানোর। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন মনে করেন,বর্তমান সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে মার্কিন চাপের মুখে আছে বলে সম্প্রতিক এই কূটনৈতিক যোগাযোগ ও বৈঠক নিয়ে একটা শোঅফ হয়তো করবে সরকার। এখানে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ মোদীর সঙ্গে বৈঠক। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফরেরও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। আর রাশিয়ার অবস্থান স্পষ্ট। এখানে কেমন নির্বাচন হবে সেটা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। আর ইউরোপ যে সব বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুসারী হবে তা নয়। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব এজেন্ডা আছে। সেক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সফরও গুরুত্ব বহন করে। যুক্তরাষ্ট্র কী চায়? সুষ্ঠু নির্বাচন। এটাতো সবার চাওয়া। তার কথা,বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় ইস্যু নির্বাচন। তাই মোদীর সাথে বৈঠকে নির্বাচন ইস্যু আসাই স্বাভাবিক। সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চাইবেন তার অবস্থান তুলে ধরে ভারতের মনোভাব বুঝতে। আর তিস্তা ইস্যু নিয়ে কথা হলেও কোনো ফল আসবে না। তিনি বলেন,জি২০ সম্মেলনে বাংলাদেশকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে মূল ফ্যাক্টর হলো যুক্তরাষ্ট্র আর ভারত। বাইডেনের সঙ্গে সাইড লাইনে আলোচনার সম্ভাবনা থকলে সেটা এরই মধ্যে জানা যেত। আর যারা রয়েছেন তাদের কারো সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাইড লাইনে কথা হতে পারে। তবে বাংলাদেশের নির্বাচন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হবে বলে আমার মনে হয় না।

প্রবাসী বাড়ছে, রেমিট্যান্স কমছে

ঢাকা ঃ আগষ্টে প্রবাসী আয়ে (রেমিট্যান্স) বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে। গত বছরের তুলনায় এবারের আগস্টে রেমিট্যান্স কমেছে ২১ শতাংশ।

অথচ গত দুই বছরে কাজের জন্য দেশের বাইরে গেছেন ২০ লাখ নতুন কর্মী। তাই প্রশ্ন উঠেছে রেমিট্যান্স না বেড়ে উল্টো কমছে কেন। প্রবাসী আয় কোথায় যাচ্ছে?

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ডলারের রেটসহ প্রচলিত কারণের বাইরে এই সময়ে নির্বাচনের আগে অর্থ পাচার বেড়ে যাওয়ায় রেমিট্যান্স কমছে। যারা অর্থ পাচার করছেন তারা সংঘবদ্ধ হুন্ডি চক্রের মাধ্যমে প্রবাসী আয় বেশি রেট দিয়ে প্রবাসেই নিয়ে নিচ্ছেন। সামনে তাই রেমিট্যান্স প্রবাহ আরো কমার আশঙ্কা করছেন তারা। আর এর ফলে রিজার্ভের ওপর চাপ আরো বাড়বে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, আগস্টে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। গত বছরের আগস্টে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২০৩ কোটি ৬৯ লাখ ডলার। সে হিসেবে গত মাসে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ২১.৪৮ শতাংশ। জুলাইয়ে দেশে ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স আসে যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ৫.৮৮ শতাংশ কম। গত বছর জুলাইয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ২০৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছিলেন।

গত জুনে অবশ্য রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছিলে। এর পরিমাণ ছিলো ২১৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার। একক মাস হিসেবে সেটি ছিলো তিন বছরে সর্বোচ্চ। এরপরই রেমিট্যান্স কমতে শুরু করে।

কিন্তু বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যমতে, চলতি বছর জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মী গেছেন ছয় লাখ ১৭ হাজার ৫৭৬ জন। আর ২০২২ সালে প্রবাসে কর্মী গেছেন ১১ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন। কিন্তু সেই অনুপাতে দেশের প্রবাসী আয় বাড়েনি।

এদিকে সরকার রেমিট্যান্সে প্রণোদনাও দিচ্ছে। শতকরা দুই টাকা ৫০ পয়সা প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। তারপরও প্রবাসী আয় বাড়ছে না।

যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল আমিন বলেন, ''প্রবাসী আয় কমে

যাওয়ার কারণ হলো ব্যাংকিং চ্যানেলে তাদের আয় আনা যাচ্ছে না। কারণ এখন বাইরে ১১৭ টাকা পর্যন্ত এক ডলার বিক্রি হচ্ছে। প্রবাসী আয়ে এক ডলারে দেয়া হচ্ছে ১০৯ টাকা। এরসঙ্গে শতকরা দুই টাকা ৫০ পয়সা প্রণোদনা যোগ করলে দাঁড়ায় ১১১ টাকা ৫০ পয়সা। কিন্তু তারা হুন্ডি করে পাঠালে পায় ১১৭ টাকা। এক ডলারে ছয় টাকা বেশি পেলে কেন তারা ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠাবে। এর ফলে ডলার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।''

তার কথা, এরপর ব্যাংক খাতে ব্যবস্থাপনার নানা সংকট আছে। নানা অজুহাতে টাকা কাটা হয়। যাদের বিএমইটি একাউঃট নাই তাদের টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে আনার কোনো উদ্যোগ নাই।

তবে নির্বাচনের আগে এই সময়ে অর্থ পাচার বেড়ে গেছে বলে আমি মনে করি। জুনে রেমিট্যান্স বেশি এসেছে ঈদের কারণে। এটা কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। এখন যারা নির্বাচনের আগে অর্থ পাচার করছেন তারা হুন্ডি চক্রের মাধ্যমে প্রবাসী আয় দেশের বাইরেই রেখে দিচ্ছেন উচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট দিয়ে। প্রাবাসীদের পরিবার দেশে টাকা পাচ্ছে। কিন্তু ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলার আসছে না, বলেন এই ব্যাংকার।

আর সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন, যারা অর্থ পাচার করেন তাদের পাচারটাই মূল টার্গেট। তাদের কাছে মুদ্রার বিনিময় হার বিষয় নয়। আমার মনে নির্বাচনের আগে টাকা পাচার বেড়ে গেছে। এটা আরো বাড়তে পারে। তারা প্রবাসী ভাইবোনদের আয় উচ্চ রেটে দেশের বাইরে কিনে নিচ্ছেন। ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় কমছে। সরকার চাইলে এই যে পাচারকারী, হুন্ডি চক্র তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে পারে। এটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

তার কথা,ডলারের নানা ধরনের এক্সচেঞ্জ রেট, নীতির সমস্যা আছে। এক্সচেঞ্জ রেট নিয়ন্ত্রণ করে টাকার মান ধরে রাখতে চাইছে। কিন্তু তাতে তো কাজ হচ্ছে না। কারণ বেধে দেয়া এক্সচেঞ্জ রেটের চেয়ে বাইরে ডলারের রেট বেশি। ফলে প্রবাসীরা বেশি রেট পাওয়ায় তাদের একটি অংশ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে অর্থ পাঠাতে পছন্দ করেন। তাদের দায় দিয়ে লাভ নেই। এক ডলারে চারপাঁচ টাকা বেশি পাওয়া মানে অনেক। তার ওপর আবার ব্যাংকে পাঠালে অনেক হিডেন চার্জ থাকে। নানা প্রক্রিয়াগত সমস্যা থাকে।''

তিনি বলেন, ''নীতিগত সমস্যার কারণে এখন রিজার্ভের ওপর চাপ আরো বাড়বে। গত দেড় বছরে রিজার্ভের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে গেছে। আর প্রতিমাসেই রিজার্ভ কমছে। সরকার যদি ফরেন এক্সচেঞ্জের নীতি কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে না পারে তাহলে রিজার্ভের পরিমাণ আরো কমতে পারে। যা কোনেভাবেই আমাদের অর্থনীতির জন্য ভালো নয়।''

গত ৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক মানদণ্ড যা বিপিএম৬(ব্যালেন্স অব পেমেন্টে এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল সিক্সথ এডিশন) নামে পরিচিত সেই হিসাবে দেশের রিজার্ভ ছিল ২৩.৬ বিলিয়ন ডলার। চলতি সপ্তাহেই বাংলাদেশ ব্যাংককে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দায় পরিশোধ করতে হবে। গত জুলাই আগস্ট সময়ের জন্য সুদসহ এ দায় এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১৫ কোটি ডলার। তাই চলতি সপ্তাহেই দেশের রিজার্ভ ২২ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যাবে ধারণা করা হচ্ছে।

মো. নুরুল আমিন বলেন, ''আমাদের রপ্তানি আয় কমছে। আর রেমিট্যান্স যদি মাসে দুই বিলিয়ন ডলারের টার্গেট করা না যায় তাহলে রিজার্ভের পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। আইএমএফ কমপক্ষে ২৪ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে। আমরা এখানো সেটা পারিনি। তারা লোনের পরবর্তী কিস্তির টাকা হয়তো দেবে, কিন্তু আমরা যদি রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স বাড়াতে না পারি তাহলে তো হবে না।''

জার্মানিতে গির্জায় আশ্রয়ের ৪০ বছর

বার্লিন ঃ ১৯৮৩ সালে জার্মানিতে তুরস্কের আশ্রয়প্রার্থী জামাল কামাল আলতুন বিচার চলার সময় বার্লিনের একটি আদালতের ষষ্ঠ তলা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। এই ঘটনার পর জার্মানিতে গির্জায় আশ্রয়ের বিষয়টি চালু হয়েছিল।

আলতুনকে তুরস্কে ফেরত পাঠানো হবে কিনা, সেই রায় দেয়ার কথা ছিল বার্লিনের উচ্চ প্রশাসনিক আদালতের। তুরস্কে তখন সামরিক শাসন চলছিল এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর নিপীড়ন চলছিল। ২৩ বছর বয়সি আলতুনের ঘটনা জার্মানিতে আলোড়ন তুলেছিল। তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পর ফিলিস্তিনের কয়েকজন শরণার্থী বার্লিনের হলিক্রস গির্জার যাজক ইয়ুর্গেন কোয়ানটের কাছে গিয়ে আশ্রয়ের আবেদন করেন। সেই সময় তারা গির্জায় আশ্রয় দেয়া সংক্রান্ত প্রাচীন এক খ্রিস্টান ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছিলেন। পরে গির্জায় তাদের আশ্রয় দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ''আমরা সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে আরও সক্রিয় হতে চেয়েছিলাম,'' জানান ৭৯ বছর বয়সি কোয়ানট।

এভাবেই জার্মানিতে গির্জায় আশ্রয়ের বিষয়টি শুরু হয়েছিল। গত ৪০ বছরে ক্যাথলিক, প্রোট্যাস্ট্যান্ট ও স্বাধীন গির্জায় কয়েক হাজার জনকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জার্মান ইকুমেনিক্যাল কমিটি। যে শরণার্থীরা তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে নিজেদের জীবন বিপদের মুখে ফেলার হুমকি দেন, তাদেরকেই অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দিয়ে থাকে গির্জা কর্তৃপক্ষ।

গতমাসের মাঝামাঝি সময়ে জার্মান ইকুমেনিক্যাল কমিটি জানিয়েছিল, বর্তমানে অন্তত ৬৫৫ জন গির্জায় আশ্রয়ে আছেন, যার মধ্যে ১৩৬টি শিশু আছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ম অনুযায়ী, একজন শরণার্থী প্রথম যে ইইউ দেশে পৌঁছাবেন সে দেশকেই তার আশ্রয় আবেদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। তবে কোনো আশ্রয়প্রার্থী যদি জার্মানিতে অন্তত ছয়মাস বাস করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ আইনের ব্যতিক্রম হতে পারে। সে কারণে বেশিরভাগ আশ্রয়প্রার্থীকে আর বেশিদিন গির্জায় থাকতে হচ্ছে না। কারণ ১৯৮৩ সালে যখন গির্জায় আশ্রয়দান শুরু হয়েছিল তখন প্রথমদিকে শরণার্থীদের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো থেকে রক্ষা করতে অনেকদিনের জন্য গির্জায় থাকার ব্যবস্থা করা হতো। তবে বর্তমানে বেশিরভাগক্ষেত্রে আশ্রয়প্রার্থীদের অন্য ইইউ দেশে পাঠানো থেকে রক্ষা করা হয়।

তবে গির্জায় আশ্রয়ের বিষয়টি বিতর্কিত। রাজনীতিবিদরা মাঝেমধ্যে গির্জা পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন। অনেকসময় যাজকদের কাউকে কেন আশ্রয় দেয়া হয়েছে সেই ব্যাখ্যা দিতে আদালতে হাজির হতে হয়।

গত জুলাই মাসে ফিয়ারসেন শহরে অভিবাসন কর্মকর্তারা এক গির্জায় ঢুকে সেখানে আশ্রয়ে থাকা এক কুর্দি দম্পতিকে বের করে দেন। এরপর দেশব্যাপী বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে তাদের আর পোল্যান্ডে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সম্পাদকীয়

ঘানার যানজট থেকে মুক্তি দিচ্ছে অভিনব ইবাইক

ঘানার মতো উন্নয়নশীল দেশে পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে। যানজট, উত্তাপ, দূরত্বের মতো কারণে আক্রার মানুষের সমস্যার শেষ নেই। বিশেষভাবে তৈরি ইবাইক সেই সমস্যা কিছুটা হলেও কমাতে পারছে। ঘানার রাজধানী আক্রায় পরিবহণ ব্যবস্থা দুঃস্বপ্নের মতো। বেশিরভাগ সময়েই গরম থাকে। দূরত্বও অত্যন্ত বেশি। নিজে গাড়ি চালালে অথবা গণপরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহার করলে যানজটে আটকে পড়তে হয়। বিশেষ করে রাশ আওয়ারে যাতায়াতের সময় তিন গুণ বেশি হতে পারে। ফলে ঘানার মানুষ আরও বেশি করে দুই চাকার যানের দিকে ঝুঁকছেন। লরেন্স আগইয়েই পেশাদার সাইক্লিস্ট। বহু বছর ধরে তিনি ভিন্ন ধরনের ইবাইক তৈরি করছেন। লরেন্স বলেন, ''আমার বাইকের বিশেষত্ব হলো, প্রথমত আমি খারাপ হয়ে যাওয়া রিসাইকেল্ড ল্যাপটপ ব্যাটারি ব্যবহার করি। দ্বিতীয়ত আমি সেটির জন্য উচ্চ মানের যন্ত্রাংশ কিনি। সেগুলি খুবই শক্তিশালী। যেমন চীনা ফ্রেমের তুলনায় সেটি অনেক বেশি মজবুত। খুব কম বয়সেই আমি সেই কাজ শুরু করি। তখন বয়স সম্ভবত ১১ ছিল। মিউজিক ভিডিওয় মানুষকে ইস্কুটার চালাতে দেখে নিজেই এমন একটি যান তৈরির সাধ হয়েছিল। তখন থেকেই এই ইবাইক তৈরির পথে অগ্রসর হলাম।'' ২৬ বছরের এই তরুণ নিজেই সব কাজ শিখেছেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই ইউটিউবে টিউটোরিয়াল দেখেন এবং নিজের ইবাইকে রদবদল করেন। লরেন্স ইন্টারনেটে অবশিষ্ট যন্ত্রাংশের অর্ডার দেন। রাসেল মেনসা বড় আকারে চীনে তৈরি ইবাইক বিক্রি করেন। কিন্তু সেগুলির অনেক সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন, ''সঙ্গের ব্যাটারি তেমন টেকসই ছিল না। সবচেয়ে কম সময়ে সেটি আসার পর ক্রেতারা অভিযোগ করতে লাগলেন।'' রাসেলের মতে, ইবাইক সম্পর্কে ঘানার মানুষের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। তিনি মাসে প্রায় আটটি ইউনিট বিক্রি করেন। কিন্তু দাম কম নয়। একটি ইবাইকের জন্য ৩০০ থেকে ১,১০০ ইউরো গুনতে হয়। রাসেল বলেন, ''ঘানায় ইবাইকের বিশাল চাহিদা। ঘানার মানুষ ইবাইক খুব ভালোবাসেন। দশ বছর আগে কেউ ইবাইক সম্পর্কে জানতো না। তিনচার বছর আগে ইবাইক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।'' লরেন্সের জন্য শুধু ইবাইক চালানোই আনন্দের কারণ নয়। বিশেষ করে জ্বালানির দাম বাড়া সত্ত্বেও সস্তায় ও দ্রুত যাতায়াত করার সুযোগও পাচ্ছেন তিনি। একবার চার্জ দিলে তাঁর ইবাইকগুলি ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারে। লরেন্সের ক্রেতা সাইমন গাডা নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ''আমার কাজের জায়গা অনেক দূরে বলে আমি এটি কিনেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম মোপেড কিনবো। তারপর লরেন্সকে আমার অবস্থার কথা বলায় সে বললো, আমার জন্য কিছু একটা করবে।'' ব্যাটারির পারফরমেন্সের উপর নির্ভর করে লরেন্সের ইবাইকের দাম ৬০০ থেকে ৮৬০ ইউরো পর্যন্ত হতে পারে। এখনো পর্যন্ত লরেন্স নিজের তৈরি সাতটি ইবাইক বিক্রি করতে পেরেছেন। এখন তিনি নিজের ইবাইকের স্বপ্ন আরও বড় আকারে কার্যকর করতে চান।

আকাশসীমা খুলে দিল নাইজার

সম্প্রতি নাইজারে ক্ষমতা দখল করেছে দেশের সেনাবাহিনী। বিদ্রোহের পর আকাশসীমা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

গত ২৬ জুলাই দেশের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছিল নাইজারের সেনা হুন্টা। আফ্রিকার দেশগুলির ব্লক তাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে এই আশঙ্কায় আকাশসীমা বন্ধ করা হয়েছিল। সোমবার দেশের সেনা সরকার জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক কমার্শিয়াল উড়ানের জন্য আকাশসীমা আবার খুলে দেয়া হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বিমান নাইজার বিমানবন্দরে নামতে পারবে কি না, সে বিষয়ে এখনো কোনো স্পষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি। ২৬ জুলাই ক্ষমতা দখলের পর ২ অগাস্ট পর্যন্ত নাইজারের আকাশসীমা বন্ধ ছিল। ২ অগাস্ট সাময়িক সময়ের জন্য আকাশসীমা খুললেও ফের তা ৬ অগাস্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই সময়েই পশ্চিম আফ্রিকার ব্লক ইকোয়াস নাইজারে সেনা পাঠানোর হুমকি দিয়েছিল। এরপর আর আকাশসীমা খোলা হয়নি। সোমবার নতুন ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

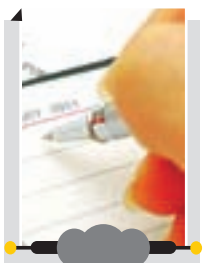

জোসেফ ই স্টিগলিৎজ
প্রাবন্ধিক

আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ নাইজার। আয়তনে ফ্রান্সের দ্বিগুণ। ১২ লাখ ৭০ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের নাইজারের আকাশসীমা আফ্রিকা মহাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ আফ্রিকার বিমান নাইজারের আকাশসীমা ব্যবহার করে। ইউরোপগামী ফ্লাইটগুলিকেও নাইজারের আকাশসীমা ব্যবহার করতে হয়। আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ায় সমস্ত বিমানকেই ঘুরপথে এতদিন যাতায়াত করতে হচ্ছিল।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পশ্চিম আফ্রিকার ব্লকের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে নতুন সেনা হুন্টা। তারপরেই আকাশসীমা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নাইজারের বর্তমান সেনা সরকারের প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ''ইকোয়াসের সঙ্গে আমরা নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। কখনোই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। আপাতত একটি সমঝোতাসূত্রেও পৌঁছানো গেছে।'' তবে ঠিক কী সমঝোতা হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট, যিনি এখন ইকোয়াসেরও সভাপতি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, নাইজারের সেনা হুন্টা জানিয়েছে, নয় মাসের মধ্যে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা আবার নাগরিক সরকারের হাতে তুলে দেবে। এই সমঝোতাতেই আপাতত সেখানে সেনা পাঠানো হচ্ছে না।

উচ্চশিক্ষায় অভূতপূর্ব সংকট পশ্চিমবঙ্গে

পায়েল সামন্ত

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চরমে উঠল রাজ্য ও রাজ্যপালের সংঘাত। একটি নির্দেশিকায় ১৬টি প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যকে নিযোগে করেছেন আচার্য। পাল্টা অবস্থান নিয়েছে নবান্ন।

অল্প কয়েকদিন আগে রাজ্যের ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসেবে নিজেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। রবিবার গভীর রাতে রাজভবন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এর মাধ্যমে রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যকে নিযোগ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই উপাচার্যদের পদ খালি ছিল। কর্নাটক হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়কে বাড়তি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। তাকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়তি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

যদিও তৃণমূল কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে বিরোধের জেরে অন্তর্বর্তী উপাচার্য রবীন্দ্রভারতীর ক্যাম্পাসে যেতে পারছেন না। সোমবার তিনি অবশ্য প্রেসিডেন্সির ক্যাম্পাস গিয়েছিলেন।

আচার্য আচমকাই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিযোগে করায় রাজ্য তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে। সোমবার রাজ্য এক নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে, রাজভবনের নির্দেশ মানার প্রযোজন নেই। এমনকী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজ্য বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব আনার কথাই ভাবছে তৃণমূল সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, রাজ্যপাল উচ্চশিক্ষাকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। কোনো আলোচনা না করেই তিনি ফতোয়া জারি করছেন। এটা তালিবানি মানসিকতা।

সাবেক রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের প্রসঙ্গ তোলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ধনখড় যখন রাজ্যপাল ছিলেন, তখন নিযোগের বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে কথা বলতেন। আলোচনার একটা পরিসর খোলা ছিল। এখন সেটা নেই।

যদিও রাজ্যপাল বোসের দাবি, এটা আচার্যের নির্দেশিকা নয়। সংবিধান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আইন ও শীর্ষ আদালতের নির্দেশের ভিত্তিতে এটি তৈরি করা হয়েছে।

অতীতে রাজ্য সরকার যে উপাচার্যদের নিযোগে করেছিল, সেই নিযুক্তি আদালতের নির্দেশে বাতিল হয়ে যায়। এবার রাজ্যপালের নিযোগে নিয়ে আইনি প্রশ্ন উঠছে বেশ কিছুদিন ধরে।

যদিও বোস বলেছেন, আচার্য কখনো উপাচার্য হিসেবে কাজ করেননি, করবেন না, করতে পারেন না এবং করা উচিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, তা হলে তিনি কেন রাজ্য সরকারের সঙ্গে উপাচার্য নিযোগে নিয়ে আলোচনা করছেন না?

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য, রাজভবনকে ব্যবহার করছে কেন্দ্র। এতে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় আঘাত লাগছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর জবাব বিজেপিকে দিতে হবে।

যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি, অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার বলেন, রাজ্যপাল আইন অনুযায়ী কাজ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হতে চেয়েছিলেন। রাজ্যপাল আচার্য হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, রাজ্যপাল যদি আইনবিরুদ্ধ কাজ করে থাকেন, তা হলে রাজ্য সরকার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিক। আমি আইনজ্ঞ নই। আদালত কী রায় দেয়, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের নিযোগে নিয়েও প্রশ্ন আছে। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। ১৫ সেপ্টেম্বর পরের শুনানি। তিনি বলেন, এ নিয়ে বিতর্ক না করে আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা ভালো। আদালত যদি বলে, তাহলে আচার্য নিযুক্ত উপাচার্যরা পদে থাকবেন না। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী বলেন, যাকে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য করা হয়েছে, তিনি অধ্যাপনা করেননি, তার পিএইচডি নেই। ইউজিসির নির্দেশিকা এই নিযোগের ক্ষেত্রে মানা হয়নি। তাই প্রশ্ন উঠছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর মন্তব্য, একজন সাবেক বিচারপতিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে একজন উপাচার্যকে কি হাইকোর্টের বিচারপতি করা যেতে পারে? তিনি কি সেই কাজটা করতে পারবেন?

বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে অচলাবস্থা চলতে থাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পড়ুয়ারা। প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, রাজ্য ও রাজভবনের মধ্যে উচ্চশিক্ষার দখলদারি নিয়ে লড়াই চলছে। এর বলি হচ্ছে ছাত্ররা। তার জেরে ছাত্রভর্তি কমে গিয়েছে ৩০ শতাংশ। কে এর দায় নেবে?

সম্প্রতি দেশের অগ্রণী প্রতিষ্ঠানে এক তরুণের চাকরি সংশয়ে পড়ে চলতি অচলাবস্থার জেরে। হুগলির সায়ন কর্মকার চাকরি পেয়েছেন ডিআরডিওতে। প্রতিরক্ষা গবেষণার এই শীর্ষ সংস্থায় সায়নের নিযোগে আটকে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্র যথাযথ না হওয়ায়। উপাচার্য পদ শূন্য থাকায় তার স্বাক্ষর ছাড়াই শংসাপত্র জমা দিতে হয়েছে সায়নকে, যা বাতিল করে সংস্থাটি। পরে রাজভবনের হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটে।অভিজিৎ চক্রবর্তীর মন্তব্য, আচার্য রোজই উপাচার্য বদল করতে পারেন। কিন্তু তার কী অভিঘাত হচ্ছে, সেটা বুঝতে হবে। শিক্ষকপড়ুয়ার সম্পর্ক এতে কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে, সে কথাও মাথায় রাখা দরকার।

সাময়িকী

বিটলসের হারানো একটি বেইস গিটার খুঁজতে নতুন উদ্যোগ

কমল মজুমদার
কলামিস্ট

বিটলসখ্যাত পল ম্যাককার্টনির হারিয়ে যাওয়া গিটারের খোঁজে বিশ্বজুড়ে তল্লাশি শুরু করেছেন এক গিটার বিশেষজ্ঞ ও দুই সাংবাদিক। তারা এই রহস্যের সমাধান করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। একে 'রক অ্যান্ড রোলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধাঁধা' বলে অভিহিত করেছেন তারা।

আজীবন বিটলসভক্ত এই ত্রয়ী সন্ধান করছেন ম্যাককার্টনির আসল হফনার বেইস গিটারের। এই গিটার শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৬৯ সালে, লন্ডনে। সাবেক 'ফ্যাব ফোর ফ্রন্টম্যান'এর কাছে এই বাদ্যযন্ত্রকে ফিরিয়ে দিতেই এমন উদ্যোগ নিয়েছেন এই তিনজন।

১৯৬০এর দশক জুড়ে ম্যাককার্টনি এই গিটার বাজিয়েছেন। হামবুর্গের টপ টেন ক্লাব, লিভারপুলের ক্যাভার্ন ক্লাবেও তার হাতে ছিল এই বাদ্যযন্ত্র। এমনকি, বিটলসএর শুরুর দিনগুলিতে লন্ডনের অ্যাবে রোড স্টুডিওতে রেকর্ডিংএর সময় ব্যবহৃত হয়েছে এটি।

এই সন্ধানকাজে সুবিধার জন্য নতুন একটি ওয়েবসাইটও (thelostbass.com) বানিয়েছেন এই ত্রয়ী। এই ওয়েবসাইটে তারা লিখেছেন, ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেইস গিটারের জন্য এই অনুসন্ধান। আর এটি হল পল ম্যাককার্টনির আসল হফনার। এই বেইস গিটারের সুরই আপনারা শুনতে পান 'লাভ মি ডু', 'শি লাভস ইউ' ও 'ট্যুইস্ট অ্যান্ড শাউট' গানে। এই বেইসই বিটলম্যানিয়া জাগিয়েছিল এবং আধুনিক বিশ্বের সঙ্গীতকে এক অনন্য রূপ দিয়েছিল। ১৯৬১ সালে হামবুর্গ থেকে ম্যাককার্টনি এই বামহাতি হফনার ৫০০১ ভায়োলিন বেইস কিনেছিলেন প্রায় ৩০ পাউন্ড দিয়ে। এর বর্তমান মূল্য প্রায় ৫৫০ পাউন্ড (৫৮৫ ডলার)। এই সময় টপ টেন ক্লাবে চারমাস ছিল বিটলসএর গান। এটি কেনার প্রায় আট বছর পর, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে যখন এই ব্যান্ড মধ্য লন্ডনে 'গেট ব্যাকলেট ইট বি' রেকর্ড করছিল তখন এই বেইস গিটারটি উধাও হয়ে যায়। সেই গিটারের সন্ধানে নামা এই দল জানিয়েছে, তারপর থেকে এটি আর নজরে পড়েনি। তবে, এ নিয়ে বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য তত্ত্ব ও নকল দর্শনের ঘটনা উঠে এসেছে। এটি বর্তমানে কোথায় ও কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে তা জানতে নতুনভাবে আবেদন করে এই দল জোর দিয়ে বলেছে যে, তাদের এই অভিযান কেবল একটা খোঁজ মাত্র, কোনও তদন্ত নয়। উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।

পাঠকের চিঠি

তথ্যের অধিকার আইনে প্রশ্নের জবাবে জানা গেল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৯ বছরে নেননি ছুটি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ৯ বছরে একদিনের জন্যও ছুটি নেননি, একটি আরটিআইএর উত্তরে জানা গেছে এই তথ্য। প্রফুল পি সারদা নামে এক ব্যক্তি তথ্যের অধিকার আইনে দুটি প্রশ্ন জানতে চেয়েছিলেন। প্রথমটি হল, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে কত দিন মোদী অফিসে উপস্থিত ছিলেন। তার জবাবে সরকার জানিয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী সর্বক্ষণ তার দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কোনও ছুটি পাননি। দ্বিতীয় প্রশ্নে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কত দিন বিভিন্ন ইভেন্ট ও অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন, তার ব্যাপারে বিশদে জানতে চাওয়া হয়েছে। এর উত্তরে গুগ্লিংএর একটি ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। যাতে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন তেমন ইভেন্টের সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, যা প্রায় প্রতিদিন একটি করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সামিল। আরটিআইএর উত্তরগুলি দেওয়া হয়েছে পিএমওর আন্ডার সেক্রেটারি পারভেশ কুমারের পক্ষ থেকে, যিনি আরটিআই প্রশ্ন নিয়ে কাজ করেন এমন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের চিফ পিঙ্ক ইনফরমেশন অফিসার। প্রধানমন্ত্রী কীভাবে কাজ করেন, সম্প্রতি বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তা নিয়ে আলোকপাত করেছিলেন। ব্যাংককে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি আলাপচারিতার সময় জয়শঙ্কর বলেছিলেন, আমি মনে করি যে এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতো একজনকে পাওয়া দেশের জন্য একটি বিশাল সৌভাগ্যের বিষয়। এবং আমি এটা বলছি না কারণ তিনি এখনকার প্রধানমন্ত্রী এবং আমি তার মন্ত্রিসভার সদস্য। গত বছর, মহারাষ্ট্র বিজেপির প্রধান চন্দ্রকান্ত পাটিল দাবি করেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদী দিনে মাত্র ২ ঘণ্টা ঘুমান। যদিও তা সঠিক কিনা জানা যায়নি। তবে বিষয়টি সামনে আসার পর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন লোকসভায় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, এই সব প্রশ্ন হয়তো নিজেদের লোককে দিয়েই করায় বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীরা কেউই ছুটি নেন না। তারা যখন যেখানে থাকেন সেটাই তাদের দফতর। এমন নয়, প্রধানমন্ত্রী তার সচিবালয়ে গেলে তবেই তিনি অফিসে গিয়েছেন ধরা হবে। তার সরকারি বাসভবনও তার দফতর। মুখ্যমন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং এ ধরনের তথ্য গিমিক ছাড়া কিছু নয়।

জয় বোস, রাঁচি

জানা অজানা

স্পেসএক্স ক্যাপসুলে চার নভোচারী পৃথিবীতে ফিরে আসলেন

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ছয় মাস অবস্থান করার পর সোমবার ভোরে পৃথিবীতে ফিরে আসেন চার নভোচারী। তাদের স্পেসএক্স ক্যাপসুলটি প্যারাসুটের মাধ্যমে ফ্লোরিডা উপকূলের কাছে আটলান্টিকে অবতরণ করে। ফিরে এসেছেন নাসা মহাকাশচারী স্টিফেন বোয়েন এবং ওয়ারেন উডি হোবার্গ, রাশিয়ার আন্দ্রেই ফেদিয়েভ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সুলতান আল নিয়াদি। আল নিয়াদি আরব বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি যিনি কক্ষপথে এত দীর্ঘ সময় কাটান। মহাকাশ স্টেশন ত্যাগ করার আগে তারা বলেছিল, মার্চে সেখানে যাওয়ার পর থেকে তারা উষ্ণ জলে স্নান, ধোঁয়া ওঠা কফির কাপ আর সমুদ্রের বাতাস মিস করছিল। অবতরণের স্থানে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তাদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন একদিন বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্যাকসনভিলের কাছে অবতরণের স্থানের দিকে কেপ ক্যানাভেরালের আকাশে মধ্যরাতে একটি দর্শনীয় প্রদর্শনীর অবতারণা ঘটে। নভোচারীরা বলেন, ফিরে আসাটা অবিশ্বাস্য ছিল। আরেকবার নভোচারী বদল হবে এই মাসের শেষের দিকে। দুজন রুশ এবং একজন আমেরিকানের পৃথিবীতে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তন ঘটবে। তারা সেখানে পুরো এক বছর ধরে আছেন। সয়ুজ ক্যাপসুলের কুল্যান্ট লিক করার পরে তাদের মহাকাশ স্টেশনে অবস্থানের সময় দ্বিগুণ করা হয়।

জি২০ বৈঠক উপলক্ষে সেজে উঠছে দিল্লি

ভারতে ৪০ বছর পর এতবড় একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক হতে চলেছে। আর তার জন্য দিল্লিকে সাজানো হয়েছে নতুন করে।

১৯৮৩ সালে হয়েছিল নির্জোট সম্মেলন। ৬০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানসহ ১৪০টি দেশের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন দিল্লিতে। বিজ্ঞান ভবনে ফিদেল কাস্ত্রোর কাছ থেকে নির্জোট আন্দোলনের সভাপতিত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ৪০ বছর পর দিল্লির প্রগতি ময়দানে বসছে জি২০দেশগুলির শীর্ষনেতাদের বৈঠক। বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা আসছেন দিল্লিতে। রাজধানীকেও তাই সাজানো হয়েছে নতুন করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের মাক্রোঁ, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ একের পর এক অতিথি এসে পৌঁছাবেন বৃহস্পতিবার রাত থেকে। এই বৈঠকের জন্য দিল্লির প্রগতি ময়দানকে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। আগে প্রগতি ময়দান ছিল স্থায়ী মেলা প্রাঙ্গন। সেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, বইমেলা থেকে শুরু করে অসংখ্য মেলা হতো। প্রতিটি রাজ্যের আলাদা প্যাভিলিয়ন ছিল। সেসব ভেঙে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বমানের কনভেনশন সেন্টার। যার নাম ভরত মণ্ডপম। সেখানেই জি২০ শীর্ষ সম্মেলন হবে। অসংখ্য গাড়ি আসবে। তার পার্কিংয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে ভূগর্ভস্থ পথ ও তার একপাশে পার্কিং লট। সেই ভূগর্ভস্থ পথের দুই ধারে দেওয়ালচিত্র বা গ্রাফিটি। তবে শুধু ভূগর্ভস্থ পথেই নয়, যে জায়গা দিয়ে অতিথিরা আসাযাওয়া করবেন, সেখানেও দেওয়ালচিত্রে ভরিয়ে দেয়া হয়েছে। ঝকঝকে রাস্তা হয়েছে। সন্ধ্যার পর আলোয় সেজে উঠছে রাজধানী। রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ, ইন্ডিয়া গেট, প্রগতি ময়দান, বিমানবন্দরের রাস্তাসহ বিশাল এলাকায় লাগানো হয়েছে আলো। সেই মায়াবী আলোয় দিল্লি এখন মোহময়ী। ভারত যে জি২০ উপলক্ষে শুধু তার উন্নয়নের শক্তি দেখাতে চায় তাই নয়, দেখাতে চায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও। সেজন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। তারো প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। কিন্তু প্রদীপের নিচে সবসময়ই অন্ধকার থাকে। এখানেও অভিযোগ উঠেছে, জানুয়ারির পর থকে মধ্য দিল্লির প্রচুর ঝুপড়ি, ঝুগ্গি ভেঙে দেয়া হয়েছে। মানুষদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, বেআইনি দখলদারদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে প্রতিবাদও জানিয়েছে। তাদের দাবি, সবাই কর দেন। সেই করের টাকায় এই বিলাসবহুল আয়োজন করা হচ্ছে। সেই টাকাতেই গরিবদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। জি২০ বৈঠক হবে ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর। তার আগে থেকেই অতিথিরা আসতে শুরু করবেন। তাই ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লির একটা বড় অংশ বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকবে বাজার, দোকানপাটও।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নারায়ণ আইটিআই লুপুংডিহে শিক্ষক দিবস পালিত হয়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খারসনা জেলার নিমডিহ ব্লকের ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনের শুভ উপলক্ষ্যে নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই লুপুংডিহে শিক্ষক দিবস পালিত হয় এবং শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারা। এর আগে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জটা শংকর পান্ডে, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই উপলক্ষে, ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন যে ডঃ রাধাকৃষ্ণন ভারতের প্রথম উপ-রাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির সঞ্চালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মহান দার্শনিক এবং একজন চিন্তাবিদ। তাঁর এই গুণগুলির জন্য, ১৯৫৪ সালে, ভারত সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান ভারতরত্ন দিয়ে ভূষিত করে। তাঁর জন্মদিনটি ভারতে প্রতি বছর শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়। আমাদের দেশের দ্বিতীয় কিন্তু অনন্য রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান

রেখেছিলেন। তাঁর স্মরণে, এই দিনে, ভারত সরকার সারা দেশে সেরা শিক্ষকদের পুরস্কারও প্রদান করে। তিনি বলেন, ডক্টর রাধাকৃষ্ণন সারা বিশ্বকে একটি স্কুল মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মনকে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। তাই বিশ্বকে একক বিবেচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা করতে হবে। ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, যুক্তরাজ্যের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। মানব ইতিহাসের সামগ্রিক লক্ষ্য মানবজাতির মুক্তি, তখনই সম্ভব যখন দেশগুলির নীতির ভিত্তি হয় সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তার বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ অভিব্যক্তি এবং হালকা গল্প দিয়ে ছাত্রদের বিমোহিত করেছিলেন। তিনি তার ছাত্রদেরকে তাদের আচার-আচরণে উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি যে বিষয়েই পড়ান না কেন, প্রথমে তিনি নিজে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। এমনকি দর্শনের মতো গুরুতর বিষয়কেও তিনি তাঁর শৈলী দিয়ে সহজ, আকর্ষণীয় ও প্রিয় করে তুলতেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার, শান্তি রাম মাহাতো, পবন কুমার মাহাতো, দেবকৃষ্ণ মাহাতো, গৌরব মাহাতো সহ সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা তথৈবচো বলে অভিযোগ রাজ্য বিজেপির

কংগ্রেস এবার বিজেপির শাসনকালের চা বাগান এলাকার উন্নয়নের কাজ পরিদর্শনে ব্যস্ত বলে মন্তব্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাসকবিরোধী উভয়পক্ষ একে অপরের সমালোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে নিয়মিত ভাবে বিরোধীপক্ষের প্রদেশ কংগ্রেস এবং শাসক দল বিজেপির মধ্যে ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে বাকযুদ্ধ। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা তথৈবচো বলে অভিযোগ স্থাপন করেছে রাজ্য বিজেপি। দলটির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী বলেন কংগ্রেস এবার বিজেপির শাসনকালের চা বাগান এলাকার উন্নয়নের কাজ পরিদর্শনে ব্যস্ত রয়েছে।

গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে সোমবার আযোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলটির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী বলেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ২০১৬ সাল থেকে অসমের বিকাশের স্বার্থে নিরন্তর কাম করে চলেছে। ২০২১ সাল থেকে এই বিকাশের গতি অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের এই ধরনের জনকল্যাণমুখী কর্ম পদক্ষেপ রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিককে উপকৃত করেছে এবং সাধারণ জনতা বিজেপিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল বর্তমান হতাশাগ্রস্থ তথা বহু বিভক্ত হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র বলেন সম্প্রতি বিধায়ক অখিল গগৈকে মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার গুণ কীর্তন করতে দেখা গেছে। সরকারের কাজকর্মে অসমের সাধারণ জনতার পাশাপাশি বিরোধী দলের নেতাও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী বলেন রাজ্য সরকারের দক্ষতার জন্য সম্প্রতি অসম খুচরা মুদ্রা স্মৃতির নিম্ন হাড়ের অন্যতম রাজ্য হিসেবে অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে। প্রত্যেক দরিদ্র মহিলা সময়মতো অরুণোদয় প্রকল্পের অর্থ পেয়েছেন। প্রত্যেক আদর্শবান

কৃষক পিএম কিষান সম্মান নিধির মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্ট এর দ্বারা টাকা পেতে সক্ষম হয়েছেন। মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরোধী বিজেপি সরকারকে সমালোচনা করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেন রূপম গোস্বামী। তিনি জানান প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য বিরোধী শাসিত বিহারে ৯.৯৬ টাকা এবং রাজস্থানে ৮.১৩ টাকা হওয়ার বিপরীতে অসমে মাত্র ৭.৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে বিরোধী শাসিত বিহারে পেট্রোলের মূল্য ১০৭.২৪ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ১০৬.০৩ টাকা, কর্নাটকে ১০২.৯৫ টাকা, রাজস্থানে ১০৮.৪৮ টাকা হওয়ার বিপরীতে অসমে প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য ৯৮.০৩ টাকা বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখপাত্র রূপম গোস্বামী বলেন কংগ্রেস দল ইতিমধ্যে চা জনগোষ্ঠী এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে শোষণকারী দল হিসেবে পরিচিত হয়েছে। চা জনগোষ্ঠীর সাধারণ জনতা ২০১৪ সালের থেকে উন্নয়নের মুখ দেখেছেন। অসম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চা জনগোষ্ঠীর জন্য তিন শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া বিজেপির কার্যকর্তারা দীর্ঘ দিন ধরে ধরে চা বাগান এলাকার স্থানীয় জনতার আধার কার্ড নির্মাণ, রেশন কার্ড বিতরণসহ ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করনের কাজে ব্রত রয়েছেন। কংগ্রেস দল বর্তমান বিজেপির শাসন কালে চা বাগান এলাকায় হওয়া উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেসের বর্তমান স্থিতি তথৈবচো বলে উল্লেখ করেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী।

সুপারির ব্যবসায়ী থেকে অর্থ দাবি মামলায় বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পুসকল গগৈকে গ্রেফতার, ৫ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ আদালতের

এই মামলায় একজন মধ্যভোগী দালাল সহ মোট ৯ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সুপারির ব্যবসায়ী থেকে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করা মামলায় অবশেষে গ্রেফতার হলেন বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পুসকল গগৈ। দুইজনকে ৫ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সুপারি মাফিয়া থেকে অর্থ দাবি করা মামলায় এইযাবত মোট নয়জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। তাছাড়া গ্রেফতার হওয়া প্রত্যেক পুলিশ অফিসার এবং কর্মীদের ব্যাপকভাবে যারা অব্যাহত রেখেছে তদন্তকারী সংস্থাটি।

প্রসঙ্গত বজালি জেলায় সুপারি ব্যবসায়ী থেকে অর্থ দাবি করা মামলায় প্রথমে পাঁচজন গ্রেপ্তার হওয়ার পর গতকাল ডিএসপি গায়ত্রী সোনোয়ালের স্বামী ববি সিংহ শর্মা, মধ্যভোগী দালাল কিশোর বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। তাদের আদালতে হাজির করানোর পর তিন দিনের সিআইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল সিজেএম কোর্ট। এই ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়ার পরেই বজালি জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব থেকে অপসারিত করে সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই সহ আটজন পুলিশকে প্রথমে রিজার্ভ ক্লোজড করা হয়েছিল। তারপর পুলিশ সুপার সহ বজালি জেলার এই আটজন পুলিশকে ম্যারাথন জেরা করেছে সিআইডি। জেরার পর পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আদালত তাদের ৫ দিনের সিআইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল।

দুর্নীতিগ্রস্ত হলে পুলিশের শীর্ষ স্তরের অফিসারও গ্রেপ্তার হবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হলেন বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পুসকল গগৈ। ইদানিং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক কঠোর অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি ইতিমধ্যে বলেছেন পুলিশ নিজেদের ক্যারেক্টার পরিবর্তন করতে হবে। দরিদ্র ব্যক্তির উপর অত্যাচার করা চলবে না। আগে যেভাবে দাবি হুমকি করা ইত্যাদি ব্যবস্থা চলছিল সেটা এখন বন্ধ করতে হবে। সেই ব্যবস্থা এবার আর চলবে না। এমনকি পুলিশের শীর্ষতম পুলিশ অফিসার হলেও তিনি গ্রেফতার হবেন। এক্ষেত্রে ডিজিপি ইতিমধ্যে কড়া নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তাছাড়া ডিজিপি যেটা বলছেন সেটা পুলিশ সুপার পর্যায়ের প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের বোঝা উচিত। কারণ ডিজিপি বলা কথা তারই কথা বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন এই ধরনের সাধারণ মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া কোনো অভিযোগ উত্থাপন হলে এবং সেটা যদি প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে সেই পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ডিজিপিকে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই এর বাড়িতে ইতিমধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিআইডি। এবার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। গতকাল রাত এগারোটা থেকে ভোর তিনটে পর্যন্ত সিআইডি এই তল্লাশি অভিযান অব্যাহত ছিল। মূলত অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই সুপারি ব্যবসায়ী থেকে একটি ম্যাকবুক বাজেয়াপ্ত করার পর সেটার খোঁজ করেছে সিআইডি। সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই সেই ম্যাকবুক একটি মোবাইলের দোকানে মেরামতি করতে দেওয়া ছাড়াও সেটার ডেটা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। এবার সেই মোবাইল দোকানের মালিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। তাছাড়া অপসারিত পুলিশ সুপারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সিআইডি সেটাকে সিল করে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য প্রসঙ্গত বজালি জেলার পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই স্থানীয় ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম থেকে কোনো কারণ ছাড়াই পাঁচ কোটি টাকা দাবি করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি ব্যবসায়ী রবিউল ইসলামকে বিনা দোষে হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে থানায় নিয়ে দুদিন তাকে লকআপে আটকে রাখা হয়েছিল বলে তার এক আত্মীয় অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই সিআইডি বজালি জেলার আটজন পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করেছিল।

এই মামলায় পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পুসকল গগৈ, পাঠাচারকুচি থানার ওসি অনুপ জ্যোতি পাটিরি, সাব ইন্সপেক্টর দেবজিৎ গিরি, এএসআই শশাঙ্ক দাস, এবিসি ইনজামামুল হাসান, হোম গার্ড (চালক) দ্বীপ জয় রায় এবং হোম গার্ড (চালক) নাবির আহমেদের বিরুদ্ধে সিআইডি পিএস কেস নাম্বার ১৪২ ০২৩, আন্ডার সেকশন ১২০বি ৩৪১ ৩৪২ ৩২৩ ৪৪৮ ২৯৪ ৩৭৯ ৩৮৭ ৪২৭ ৫০৬ ৩০৭ আইপিসির অধীনে মামলা রজ্জু করেছিল। অবশেষে সিআইডি এই আটজন পুলিশকে ব্যাপকভাবে জেরা করে প্রথমে সাব ইন্সপেক্টর দেবজিৎ গিরি, এএসআই শশাঙ্ক দাস, এবিসি ইনজামামুল হাসান, হোম গার্ড (চালক) দ্বীপ জয় রায় এবং হোম গার্ড (চালক) নাবির আহমেদকে গ্রেফতার করেছিল। অবশেষে ডিএসপি গায়ত্রী সোনোয়ালের স্বামী ববি সিংহ শর্মা, দালাল কিশোর বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। এবার বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পুসকল গগৈকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের অসম বিরোধী কার্যকলাপের বলি হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, অভিযোগ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুরের

প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীশ মুখীর আশীর্বাদ পেয়ে বাঁকা পথে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন সুদূর উড়িষ্যা থেকে আসা রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ অসমের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সমাজের রাজহাড় স্বরূপ। এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলো মানব সম্পদ গড়ার মন্দির। কিন্তু অত্যাধিক পরিতাপের বিষয় এটাই যে অসমের এই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোতে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনাঅসমীয়ার দাদাগিরি চলছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের অসম বিরোধী কার্যকলাপের বলি হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়। মহানগরের জি এস রোড স্থিত প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর বলেন বর্তমান অসমের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উত্তরপূর্বাঞ্চলের বাইরের ব্যক্তি। এই ব্যক্তিদের সঙ্গে অসমের কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া তাদের বিশেষ কোনো কর্মদক্ষতা চোখে পড়ে না। বর্তমান সরকারের তথা তদানীন্তন রাজ্যপাল জগদীশ মুখী অসমের হৃদপিণ্ড স্বরূপ জাতীয় অনুষ্ঠান গুলোকে কয়েকজন বহিরাগত অদক্ষ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ধ্বংস করে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে শক্তিশালী করার নিকৃষ্ট রাজনীতি করেছিলেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। এমনকি বর্তমান অসমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য বাছাই সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে অসমের বাইরের এক ব্যক্তিকে আনা হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর বলেন এটা অসমিয়ার জন্য অতি লজ্জাজনক এবং রাজ্যের বৌদ্ধিক সমাজকে করা চূড়ান্ত অপমান। অসমে উপাচার্যের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব ঘটেছে কি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন এটা হিন্দি লবিকে শক্তিশালী করে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে অসমীয়াকে পৃথক করার চক্র চক্রান্ত। এই ধরনের তৎপরতা রাজ্যের বহু উপযুক্ত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেছে। তিনি জানান গত পাঁচ বছর রাজ্যপাল কার্যালয় উপাচার্য বাছাই সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে অনা অসমীয়া ব্যক্তিকে নিযুক্তি দিচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী বলেন সে অনুসারে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাই সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন বেদ প্রকাশ। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাই সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন অনিল সহস্রবুদ্ধে, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাই সমিতির চেয়ারম্যান জগদীশ কুমার। একইভাবে কুমার ভাস্কর বর্মা সংস্কৃত এবং পুরাতন অধ্যায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাই সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য বাচা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন সুষম যাদব। মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন এর আগেও রাজ্যপাল জগদীশ মুখী জনৈক কে কে আগরওয়ালা নামের এক ব্যক্তিকে ভট্ট দেব বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় মোট চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাছাই সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন। তথ্য অনুসারে চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে রাজ্যপাল জগদীশ মুখী নিজের পরিচিত বহিরাগত কিছু সংখ্যক মানুষ রাজ্যে এনে অসমের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর উপাচার্য হিসেবে নিযোগ করেছিলেন। এর জ্বলন্ত উদাহরণ সম্প্রতি প্রহল্লাদ যোশি নামের সুদূর কর্নাটকের একজন ব্যক্তিকে কুমার ভাস্কর বর্মা সংস্কৃত এবং পুরাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছেন। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে অসম সরকার রাজ্যের স্থাপন করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনা অসমীয়া ব্যক্তিদের দাদাগিরি চলবে। অসমের শিক্ষিত যুবকযুবতী বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর চাকরি থেকে বঞ্চিত হবেন। কারণ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সেই শিক্ষানুষ্ঠানের সর্বে সর্বার দায়িত্বে থাকেন বলে মীরা বরঠাকুর। তিনি বলেন এই ধরনের কর্মকাণ্ড অসমের বৌদ্ধিক সমাজের জন্য চরম লজ্জাজনক। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং রাজ্যের জাতীয়তাবাদী সংগঠন গুলোর নীরবতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর। তিনি বলেন বর্তমান অসমে কার্য নির্বাহ করতে থাকা আনা অসমীয়া উপাচার্যরা হলেন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উড়িষ্যার রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস, কুমার ভাস্কর বার্মা সংস্কৃতি এবং পুরাতন অধ্যায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্ণাটকের প্রহল্লাদ যোশি, অসম বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মধ্যপ্রদেশের নরেন্দ্র চৌধুরী এবং অনিরুদ্ধ দেব ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জে পি বার্মা। উল্লেখ্য কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের একটি অগ্রণী শিক্ষানুষ্ঠান। অসম এবং ইংরেজি দুটো মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রদান করছে এবং সেখানে বছরে প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী নাম ভর্তি করেন। তবে এই শিক্ষানুষ্ঠানের ভিতরে বর্তমান চরম অরাজকতা চলছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর বলেন জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ না পাওয়া ব্যক্তিদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া তথা উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন পূরণ করা উত্তরপূর্ব ভারতের একমাত্র মুক্ত শিক্ষানুষ্ঠান হচ্ছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। গত ২০২২ সালের ১১ অক্টোবর তদানীন্তন অসমে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়টির আচার্য জগদীশ মুখীর আশীর্বাদ পুষ্প হয়ে বক্র পথে রাজেন্দ্র প্রসাদ দাস সুদূর উড়িষ্যা থেকে এসে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে যোগদান করেছেন। এই ধরনের অপকর্ম সম্পূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোকে হতাশ করবে এবং এর ফলে মানব সম্পদ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে বলে মন্তব্য করেছেন মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর।

সুপার ফোরে উঠতে ৩৭.১ ওভারের মধ্যে জিততে হবে আফগানিস্তানকে

কাবুল ঃ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৮ উইকেটে ২৯১ রান করেছে শ্রীলঙ্কা। সুপার ফোরে উঠতে ২৯২ রানের লক্ষ্য ৩৭.১ ওভারের মধ্যে ছুঁতে হবে আফগানিস্তানকে। আফগানরা সেটি করতে পারলে 'বি' গ্রুপ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গী হয়ে সুপার ফোরে উঠবে। শ্রীলঙ্কার সমীকরণ অবশ্য সহজ। জিতলে তো বটেই, আফগানিস্তানকে ৩৭.১ ওভারের মধ্যে জিততে না দিলেই চলে দলটির। ওয়ানডেতে টানা ১১ ম্যাচে জয় পাওয়া দলটি নিশ্চিত টানা জয়ের সংখ্যাটিকে ১২তে নিয়ে চাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা জিতলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই উঠবে সুপার ফোর।

লাহোরে টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া শ্রীলঙ্কার জয়ে আজ সর্বোচ্চ ৯২ রান করেছেন কুশল মেন্ডিস। তিনে নামা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ৮৪ বলের ইনিংসে ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা মেরেছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪১ রান ওপেনার পাতুম নিশাঙ্কার। এ ছাড়া চারিত আসালাঙ্কা (৩৬), দুনিত ভেল্লালাগে (৩৩) ও দিমুথ করুনারত্নে (৩২) বলার মতো রান পেয়েছেন।

সুপার ফোরের ম্যাচ কোথায়, এ নিয়ে দ্বন্দ্বে পিসিবি ও এসিসি

কলম্বো ঃ এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ভেন্যু নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। টুর্নামেন্টের শেষ পাঁচটি ম্যাচ কলম্বো থেকে হাম্বানটোটায় সরিয়ে নেওয়া হবে, এসিসি এমন বলার পর আবার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এসিসিকে জরুরি মিটিং ডাকতে বলেছে পিসিবি।

ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, গত ৪৮ ঘণ্টায় এশিয়া কাপের শেষ পাঁচটি ম্যাচ কলম্বো থেকে হাম্বানটোটায় নিয়ে যাওয়ার দিকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল এসিসি। সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল পিসিবিকে জানিয়েই। মূলত বৈরী আবহাওয়ার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত। কিন্তু এরপরই এসিসি জানায়, আগের সূচি অনুযায়ী কলম্বোতেই হবে ম্যাচগুলো।

অবশ্য বিসিবির সূত্র জানিয়েছে, এ ব্যাপারে তারাও গুঞ্জন শুনলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। এ ব্যাপারে আলাদা করে মন্তব্যও নেই তাদের।

এসিসির এমন অবস্থানে হতবিহ্বল অবস্থা পিসিবির। প্রথমত, কলম্বোর আবহাওয়া ম্যাচগুলো ঠিকঠাক হতে দেবে না, এমন শঙ্কা তাদের। গত কয়েক দিনে কলম্বোতে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে, এমনকি স্টেডিয়ামের অদূরে দেখা দিয়েছে বন্যাও। কলম্বোতেই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ হওয়ার কথা পাকিস্তানের।

অন্যদিকে ভেন্যু নিয়ে এসিসির সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতেও খুশি নয় পিসিবি। প্রাথমিকভাবে এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তানই। রাজনৈতিক কারণে সে দেশে ভারত খেলতে না যাওয়ায় ৯টি ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয় শ্রীলঙ্কায়। তবে পিসিবি মনে করছে, টুর্নামেন্টের সূচির ব্যাপারে এসিসি একতরফাভাবেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এমনিতে এসিসির সভাপতি ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ।

বৃষ্টির পূর্বাভাসের কারণে কলম্বো থেকে ম্যাচগুলো হাম্বানটোটায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, সেটি নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্টদের ইমেইল দিয়েছিল এসিসি। তবে এক ঘণ্টা না পেরোতেই আরেকটি ইমেইলে তারা বলে, আগের সূচি অনুযায়ী কলম্বোতেই হবে ম্যাচগুলো।

এদিকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রধান নির্বাহী অ্যাশলি ডি সিলভা ইএসপিএনক্রিকইনফোকে বলেছেন, কলম্বো নিশ্চিতভাবেই ম্যাচগুলো আয়োজন করবে। হাম্বানটোটায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি আলোচনার পর্যায়েই ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে নাকি কাউকে কিছু নিশ্চিতও করা হয়নি। ডি সিলভা বলেছেন, 'অনেক সমর্থক কলম্বোতে ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আর গত কয়েক দিনে কলম্বোতে আগের মতো বেশি বৃষ্টিও হয়নি।' তবে একাধিক সূত্র ক্রিকইনফোকে বলেছে, সব বোর্ডই কলম্বো থেকে হাম্বানটোটায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। এ ব্যাপারে একমাত্র বাধা ছিল লজিস্টিক জটিলতা। হাম্বানটোটার ভেন্যুটি জঙ্গলের পাশে, নিকটতম আবাসনও সড়কপথে প্রায় ৪৫ মিনিট দূরত্বে। আবার এত অল্প সময়ের মধ্যে চারটি দল, ম্যাচ অফিশিয়াল, সম্প্রচার কর্মীদের বিশাল বহরের আবাসনব্যবস্থা ঠিক করা যাবে কি না, সেটি নিয়েও সংশয় ছিল।

শ্রীলঙ্কার ওয়ানডে আয়োজনের ইতিহাসকেও টেনেছেন ডি সিলভা। গত দশ বছরে পুরুষদের ৮৪টি ওয়ানডের মধ্যে মাত্র ৫টি পরিত্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে পাল্লেকেলেতে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচটি আছে। তবে সেপ্টেম্বরে পরিত্যক্ত হওয়া একমাত্র ওয়ানডে সেটি। সাধারণত এ সময়ে শ্রীলঙ্কায় সেভাবে বৃষ্টি হয় না। তবে এবারের এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার ম্যাচগুলোতে এরই মধ্যে বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে ভালোভাবেই। পাল্লেকেলেতে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচটি এক ইনিংস হওয়ার পর পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। গতকাল একই ভেন্যুতে নেপালের বিপক্ষে ভারতের ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংস নেমে আসে ২৩ ওভারে। এর আগে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচে বৃষ্টি হানা দিলেও ওভার কাটা যায়নি। কলম্বোতে এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হয়নি।

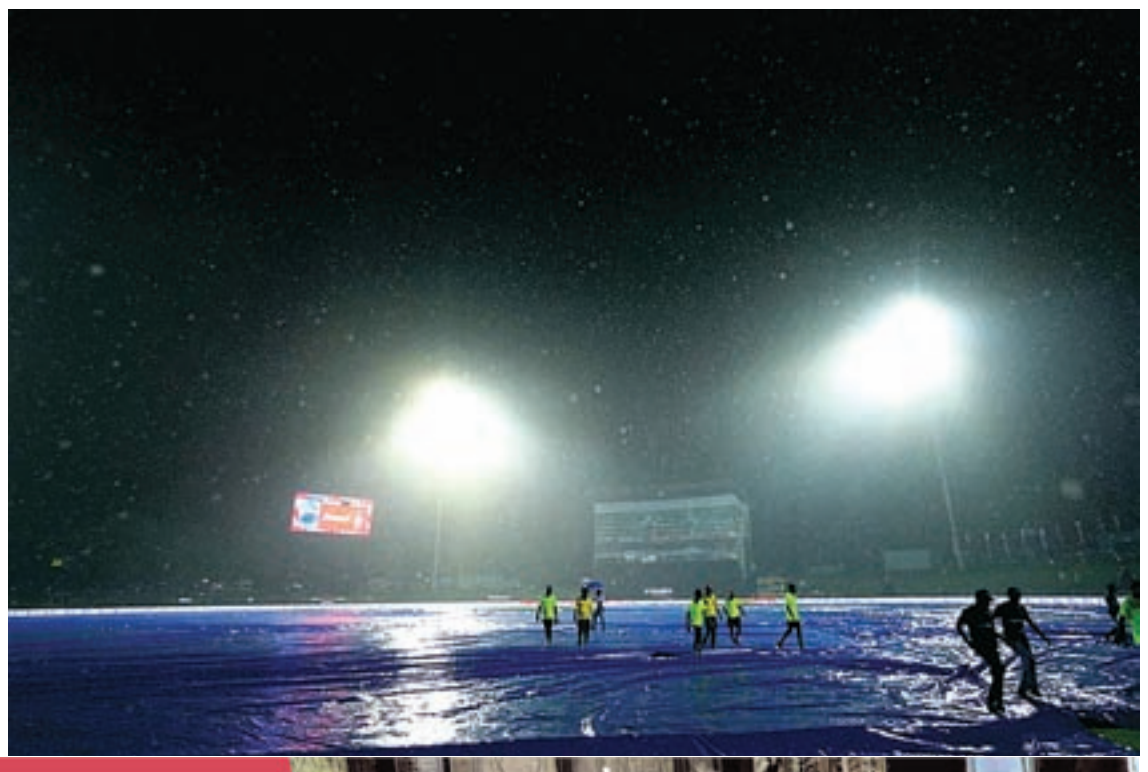

'ইমরান বা ওয়াসিম না, আমি নাসিম হতে চাই'

লাহোর (ওয়েবডেস্ক) ঃ বয়স ২০ বছর। তবে ৪৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের ক্যারিয়ারেই পাকিস্তানের পেস বোলিংয়ের অন্যতম তারকা হয়ে উঠেছেন নাসিম শাহ। গতি, সুইং মিলিয়ে পাকিস্তান কিংবদন্তিদের সঙ্গে তুলনাটাও চলে আসছে তাই। তবে তরুণ ফাস্ট বোলার বলছেন, তিনি ইমরান খান বা ওয়াসিম আকরাম না, হতে চান নিজের ঘরানার একজনই। এশিয়া কাপে নেপালের বিপক্ষে ১টি উইকেটই পান নাসিম, কিন্তু ৫ ওভারে দেন মাত্র ১৭ রান। ভারতের বিপক্ষে শুরুতে দুর্দান্ত বোলিং করলেও উইকেটের দেখা পাননি, পরে অবশ্য ঠিকই নেন ৩ উইকেট। শাহিন শাহ আফ্রিদি, হারিস রউফের সঙ্গে নাসিমের বোলিংয়ের সমন্বয়ে পাকিস্তানের পেস বোলিং আক্রমণ যেকোনো প্রতিপক্ষের জন্যই বড় হুমকি। আগামীকাল সুপার ফোরে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচটি বাংলাদেশের বিপক্ষে। গতকাল ভারতের পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত হয়েছে, ফলে এ পর্বে দেখা যাবে আরেকটি ভারতপাকিস্তান লড়াই। অবশ্য আগামীকালের ম্যাচে কারা প্রতিপক্ষ, কথা শুনে মনে হবে নাসিম সেটি জানেন না। এর আগে বাংলাদেশের সুপার ফোরে যাওয়াটা এসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে না জানালেও আজ আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচে অফিশিয়াল ব্রডকাস্টিংয়ে অবশ্য দেখানো হয়েছে সেটি। সূচি অনুযায়ী, কাল পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে কখনোই খেলেননি নাসিম।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনেও পাকিস্তানি সাংবাদিকেরা এনেছেন ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের প্রসঙ্গ। তবে নাসিম বলেছেন, আপাতত সেটি নিয়ে ভাবছেন না তাঁরা, 'ভারত ম্যাচের আগে কয়েক দিন আছে। আমাদের দৃষ্টি এখন আগামীকালের ম্যাচে, যেই প্রতিপক্ষ হোক না কেন। এখানে নিজেদের সেরা ক্রিকেট খেলে একটা জয় নিয়েই শ্রীলঙ্কায় যেতে চাই। কাছে আসার পরই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে ভাবব।'

আর নিজেকে নিয়েও ভাবনাটা সরল নাসিমের। ওয়াসিমইমরানদের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমি নাসিম শাহ হতে চাই, নিজের মতো একজন বোলার। ইমরান খান, ওয়াসিম আকরামরা অনেক বড় মানের বোলার, তবে প্রত্যেকেই আলাদা। তারা যা করেছে, সেখান থেকে কিছু নিতে পারেন, কিন্তু আপনি তাদের মতো হতে পারবেন না।'

আপাতত দলের চাহিদাটাই বড় তাঁর কাছে, 'যখনই প্রয়োজন, আমি দলের জন্য কার্যকর হয়ে উঠতে চাই। শাহিন ইনিংসের শুরুতে উইকেট নেওয়ার সুযোগ নেয়। আমি এটি নিশ্চিত করি যাতে সুযোগ তৈরি হয়, অন্য প্রান্ত থেকে রান না আসে। দলের চাহিদা যেটিই হোক না কেন, আমি শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করি।'

আর দলের ভাবনাটা নাসিম জানিয়েছেন এভাবে, 'আমরা অতীত নিয়ে কথা বলতে পারি না, এখনকার দল ও সমন্বয় নিয়েই কথা বলতে পারি। যেভাবে খেলছি, তাতে এশিয়া কাপ জেতা ও বিশ্বকাপে ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী। অতীতের পারফরম্যান্স ভেবে লাভ নেই, এটি মানসিকভাবে আপনার ওপর প্রভাব ফেলবে। আমরা ভালো ক্রিকেট খেলা ও জেতার ব্যাপারে আশাবাদী।'

লাহোরে আগামীকালের ম্যাচের পরই আবার শ্রীলঙ্কায় যেতে হবে পাকিস্তানকে। সুপার ফোরের বাকি ম্যাচগুলো সেখানেই। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেখানে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে দেবে বলে আশাবাদী নাসিম, 'কন্ডিশন দুই জায়গায় আলাদা। তবে টেস্ট সিরিজ ও লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে খেলার কারণে আমরা কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছি। আর যেখানেই খেলুন না কেন, বোলিং বিভাগকে ডিসিপ্লিনড হতে হবে, উইকেট যেমনই হোক না কেন। আমরা দুই জায়গা সম্বন্ধেই জানি, ফলে মানিয়ে নিতে সেরা চেষ্টাই করব।'

নির্ভার থাকতে সাকিবমুশফিকদের নাচগান আর কুইজ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ শরীফুল ইসলামের কথাটা একটু আগেই চোখের সামনে দেখা কুশল মেন্ডিসের মারা একটা ছক্কা মনে করিয়ে দিল। ফজলহক ফারুকির শর্ট বলটা তাঁর ব্যাটের কানা ছুঁয়েই ফাইন লেগ দিয়ে উড়ে মাঠের বাইরে। শরীফুল কী বলেছেন, সেটা আরেকটু পরে বলছি। তার আগে জেনে নিন পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচের আগের দিনটা আজ কীভাবে পারল করল বাংলাদেশ দল। লাহোরে বাংলাদেশ দল আজও অনুশীলন করেনি। হোটেল জিম, সুইমিং, টিম মিটিং এবং নিজেদের মধ্যে খেলা নিয়ে আলোচনাএসব করেই কেটেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচের আগের দিনটা। তবে এ রকম সাদামাটা দিনের শেষটা বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা কাটিয়েছেন দারুণ মজায়, নিজেদের মধ্যে উপভোগ্য এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কুইজের, যার সঙ্গে মিলেমিশে ছিল নাচ এবং গানও। বিকেলে টিম মিটিং শেষে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মিটিং রুমেই হয় সেই প্রতিযোগিতা। টিম বয় থেকে শুরু করে ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফের সদস্য এবং আর যারা দলের সঙ্গে আছেন, সবাইকে নিয়ে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে হয়েছে তা। 'নিজেদের একটু নির্ভার রাখা, সবাই মিলে একটু মজা করার জন্যই এই আয়োজন। এ রকম কিছু নতুন হলো আমাদের দল। সবাই বেশ উপভোগ করছে কুইজ প্রতিযোগিতা নিয়ে বলছিলেন দলের এক সদস্য। আজ অনুশীলন না করার অন্যতম কারণ লাহোরের ভ্যাপসা গরম। ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে অনুশীলন করে ম্যাচের আগেই যেন ক্রিকেটারদের ক্লান্তি চলে না আসে। এমন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত পাকিস্তান দল অবশ্য লাহোরের ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি মাঠে অনুশীলন করেছে। তার আগে সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রতিনিধি হয়ে কথাও বলেছেন নাসিম শাহ। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ফুটবল নিয়ে অনুশীলনে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বাংলাদেশ দল মাঠে আসেনি। ওদিকে পার্ল কন্টিনেন্টালের নিরাপত্তা জালে সাংবাদিকদের জন্যও নেই কোনো ছাড়। ম্যাচের আগের দিন তাহলে দলের চিন্তাভাবনা জানার উপায় কী? অগত্যা গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে বসেই মিডিয়া ম্যানেজার রাবীদ ইমামের সহায়তায় মুঠোফোনে ধরা গেল পেসার শরীফুলকে। আফগানিস্তানকে ৮৯ রানে হারানো গ্রুপ পর্বের ম্যাচের পর বাংলাদেশ এখন ভালোভাবেই জানে যে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের উইকেট বোলারদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং। আজও আফগান বোলারদের সেই 'স্বাদ' কিছুটা দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানরা। রানআউট হয়ে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করার আগে মেন্ডিস করে গেছেন ৮৪ বলে ৯২ রান। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেট হারিয়ে ২৯১ রানে শেষ হয়েছে শ্রীলঙ্কার ইনিংস। তবে এই উইকেটে সে রান জেতার জন্য যথেষ্ট হয় কি না, সেটিও একটা কৌতূহলের বিষয়। শরীফুলের কথাটাও লাহোরের উইকেট নিয়েই। যার সারমর্ম এই উইকেট বোলারদের জন্য মোটামুটি বিপৎসংকুল উপত্যকা। কালকের পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা বাংলাদেশের বোলার না ব্যাটসম্যান কাদের জন্য বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে জানতে চাইলে বাংলাদেশ দলের এই পেসার বলেন, 'গত ম্যাচে উইকেট একটু ফ্ল্যাট ছিল। বোলারদের জন্যই বেশি চ্যালেঞ্জিং এই উইকেট। এখানে অনেক নিয়ন্ত্রিত বোলিং করা লাগে। বাজে বোলিংয়ের সুযোগ নেই। ভালো কিছু পেতে হলে ভালো জায়গায় বল করে যেতে হবে।' এমন উইকেটেও অবশ্য আফগানদের বিপক্ষে ৯ ওভারে ৩৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন শরীফুল, দিয়েছেন ব্রেক থ্রু। দলও যেন এখন তাঁকে এই ভূমিকায় দেখতেই পছন্দ করে। বোলার হিসেবে এটা শরীফুলের জন্য বাড়তি তৃপ্তির, 'অনেক দিন ধরে অনুশীলন করে কিছু জিনিস শিখেছি। এখন সেগুলো কাজে লাগছে। ব্রেক থ্রুটা যখন দিতে পারছি খুব ভালো লাগছে, চেষ্টা করব এটাই যেন করে যেতে পারি।' হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়ে আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান নাজমুল হোসেনের এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে পড়াটা খারাপ লাগছে শরীফুলের। তবে তাঁর আশা লিটন দাস চলে আসায় দলের ব্যাটিং ভারসাম্য হারাবে না। আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে ১ নম্বর দল পাকিস্তান। তবে শুধু এটুকু বললেই বোঝা যাবে না মাঠে দলটা কতটা বিধ্বংসী এখন। নিজেদের খেলা গত ১০ ওয়ানডেতে হার মাত্র একটি। পাল্লেকেলেতে এশিয়া কাপে খেলা সর্বশেষ ম্যাচেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল পাকিস্তান। বৃষ্টিতে খেলা ভেসে যাওয়ার আগেই ৪৮ দশমিক ৫ ওভারে ২৬৬ রান করে অলআউট ভারত। ভারতের সব উইকেটই নিয়েছিলেন পাকিস্তানের তিন পেসার মিলে। আর মুলতানে প্রথম ম্যাচে নেপালকে ১০৪ রানে গুটিয়ে দিয়ে পাওয়া ২৩৮ রানের বিশাল জয়ে বড় ভূমিকা ছিল অধিনায়ক বাবর আজম ও ইফতেখার আহমেদের সেঞ্চুরির। পরে শাদাব খানের ৪ উইকেট জয়টাকে করে দেয় আরও সহজ। মোটকথা এই টুর্নামেন্ট এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের বোলিংব্যাটিং সবই এক শতে নিরানব্বই পাওয়ার মতো। এক শতে এক শ নয় কারণ, এরপর তো তাহলে আর কিছু করারই থাকে না! এমন দুরন্ত ফর্মে থাকা পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগেও শরীফুলের চিন্তাভাবনা বেশ সহজসরল। পাকিস্তানের অবস্থা র‍্যাঙ্কিংয়ে যত ভালোই হোক, যত বিধ্বংসী ফর্মেই দলটা থাকুক, কাল গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে নতুন করেই মাঠে নামতে হবে তাদের। যেখানে অ্যালবামের পুরোনো পাতা উল্টে দেখার কোনো সুযোগ নেই। শরীফুল সেটিই মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা মানতেই হবে, ওরা ভালো দল। র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর দল। তবে দিনশেষে খেলাটা বলব্যাটের। আমরা ম্যাচটাকে ওভাবেই দেখছি। স্বাভাবিক একটা ম্যাচের মতো নিতে চাচ্ছি। এরপর দেখা যাক, খেলার পর কী হয়। খেলার আগে এ নিয়ে বেশি কিছু ভাবতে চাচ্ছি না।' কঠিন পরীক্ষার আগের রাতে সবচেয়ে জরুরি ভালো ঘুম। পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার মতো পরীক্ষার আগে সেটা নষ্ট করে লাভ কী! তার চেয়ে নাচগান আর কুইজের আনন্দে নির্ভার থাকাটাই তো ভালো।

মুকেশ আম্বানির অঢেল সম্পদের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন যারা

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ কর্পোরেট এলিটদের জীবন নিয়ে তৈরি এমি-পুরস্কার বিজয়ী টিভি নাটক 'সাকসেশন' হয়তো অনেকেই দেখেছেন - যার শেষ পর্ব সারা বিশ্বের অসংখ্য দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু ভারতে এখন যা সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠেছে তার বিষয়বস্তু হচ্ছে বাস্তব জীবনের এক ধনকুবেরের উত্তরাধিকারের পরিকল্পনা - যার সাথে জড়িত শত শত কোটি ডলারের সম্পদ।

বর্তমানে এশিয়ার শীর্ষ ধনী ব্যক্তি হচ্ছেন মুকেশ আম্বানি - যিনি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান। রিটেইল থেকে শুরু করে তেল শোধনাগার পর্যন্ত তার বিশাল বিনিয়োগের সাম্রাজ্যের পরিমাণ ২২,০০০ কোটি ডলার।

এরই পরিচালকমণ্ডলিতে এখন বসবেন মুকেশ আম্বানির তিন সন্তান।

এরা হচ্ছেন দুই যমজ সন্তান ইশা ও আকাশ - যাদের বয়স এখন ৩১ - আর অনন্ত, তার বয়স ২৮। শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে তারা পরিচালকমন্ডলিতে যোগ দেবেন।

মুকেশ আম্বানি সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এর ফলে রিলায়েন্সে পুরোনো নেতৃত্বের অভিজ্ঞতার সাথে নতুন নেতৃত্বের উচ্চাভিলাষ যোগ হবে।

এর ফলে এই কোম্পানিতে তৃতীয় প্রজন্মের পারিবারিক নেতৃত্বের সূচনা ঘটবে। কর্পোরেট ভারতে সম্ভবত সম্ভবত সবচেয়ে বেশি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে এই উত্তরাধিকারের পরিকল্পনার দিকে।

রিলায়েন্স এক বিশাল এবং ব্যাপক ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য যাতে আছে তেল, টেলিকম, কেমিক্যালস, প্রযুক্তি, ফ্যাশন থেকে শুরু করে খাদ্যপণ্য পর্যন্ত বহু খাত।

ভারতের অর্থনীতি ও সমাজের প্রায় সর্বক্ষেত্রে আম্বানিদের উপস্থিতি আছে, আর সেজন্য তাদের নিয়ে জনগণের আগ্রহও ব্যাপক।

ফলে, তার সন্তানদের জন্য এটা এক বিরাট দায়িত্ব।

এই গ্রুপ এখন পরিকল্পনা করছে কিছু বৈশ্বিক ফার্মের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সাথারণ বীমা ও স্বাস্থ্য বীমার ব্যবসায় প্রবেশ করার।

তারা আরো পরিকল্পনা করছে ২০ কোটি পরিবারের বাড়িতে ফাইভজি অয়্যারলেস ব্রডব্যাণ্ড সুবিধা দেবার, এবং ২০০০ মেগাওয়াট কম্পিউটিং ক্যাপাসিটি তৈরির পরিকল্পনাও করছে - যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হবে।

এখানেই শেষ নয়। তাদের একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা আছে বায়ুচালিত বিদ্যুত ব্যবসা এবং সৌর গিগা ফ্যাক্টরি তৈরির।

এর মধ্যেই ফার্মটির রিটেইল শাখা ১৯৭০এর দশকের একটি জনপ্রিয় কোমল পানীয় ক্যাম্পা কোলাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তারা এটিকে বৈশ্বিক স্তরে নিয়ে যাবারও পরিকল্পনা করছে।

আম্বানির সন্তানরা তৈরি হচ্ছিলেন অনেক দিন ধরে

সন্দীপ নার্লেকার - যিনি সাকসেশন বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান টেরেনটিয়া কন্সালট্যান্টসএর পরিচালক - বলছেন, মি. আম্বানি এবং তার স্ত্রী নীতা অনেক বছর ধরেই তার সন্তানদের এ মুহূর্তটির জন্য তৈরি করছিলেন।

তারা শুধু মুকেশ আম্বানির সন্তান বলেই উত্তরাধিকারী হচ্ছেন তা নয়, বরং এর পেছনে ভেবেচিন্তে নেয়া কৌশল এবং পরিকল্পনা কাজ করেছে, এবং তারা যেখানে ভালো করবেন তা চিহ্নিত করেই ব্যবসার ক্ষেত্র ঠিক করা হয়েছে।

মি. আম্বানিকে বর্ণনা করা হয় 'সহজে বোঝা যায় না এমন' একজন ব্যক্তি হিসেবে।

তিনি দরিদ্র অবস্থা থেকে উঠে এসেছেন এবং পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেন। তার ছেলেমেয়েরা চরম বিলাসিতার মধ্যে বড় হয়েছেন, বাস করেছেন প্রাসাদে, ব্যক্তিগত বিমানে ভ্রমণ করেছেন এবং ওঠাবসা করেছেন তারকাদের সাথে ।

মি. আম্বানিকে তার পিতার ব্যবসার হাল ধরার জন্য স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মাঝপথে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবে তার সন্তানদের মধ্যে ইশা ও আকাশ যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ও ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন।

বিভিন্ন কর্পোরেট ইভেন্টে এবং ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে তাদের উপস্থিতি দেখা যায়। তাদের বিয়েও হয়েছে অন্য ধনী শিল্পপতিদের পরিবারে। সেসব আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ন্সের মত বৈশ্বিক তারকারা যোগ দিয়েছেন।

মি. নার্লেকার বলছেন, মুকেশ আম্বানি সহ পুরো পরিবারটিই তাদের বিলাসবহুল জীবন, বিয়ের অনুষ্ঠান ও বাসভবনের জন্য খরচের কারণে মিডিয়ার নজরে থাকেন। এ জন্য তার ছেলেমেয়েদের ওপর মিডিয়ার নজর হয়তো আরো বাড়বে - তবে তারা জানেন তারা কি করছেন এবং তাদের ভালোভাবেই তৈরি করা হয়েছে।

আকাশ আম্বানি

আকাশ আম্বানি কলেজে পড়া শেষ করার পর ২০১৪ সালে এ গ্রুপের টেলিকম ইউনিট রিলায়েন্স জিওর লিডারশিপ টিমে যোগ দেন।

তিনি এখন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ধনী ক্রিকেট দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসএর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন।

এ ছাড়া তিনি ২০২০ সালে মেটা প্ল্যাটফর্ম রিলায়েন্সের একটি ইউনিট 'জিও প্ল্যাটফর্মে' যে ৫৭০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে - তার মধ্যস্থতাকারী দলটিতেও ছিলেন।

রিটেইল, ফ্যাশন আর ইকমার্সে সক্রিয় ইশা

অন্যদিকে ইশা আম্বানি ইতোমধ্যেই তাদের কোম্পানির রিটেইল, ইকমার্স ও লাক্সারি সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলোকে সামনে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

বলা হয়, ফ্যাশনের ক্ষেত্রে ইকমার্সের মাধ্যমে এই ফার্মের ক্রমপ্রসারমান উপস্থিতি, শীষস্থানীয় কিছু আন্তর্জাতিক বিলাসদ্রব্যের ব্র্যান্ডের সাথে অংশীদারিত্বের পেছনেও তিনি আছেন।

রিলায়েন্সর প্রধান ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ইশার এ উত্থান গুরুত্বপূর্ণ - কারণ তাকে সিনিয়র নেতৃত্বের ভূমিকা দেয়া হয়েছে - যেখানে এ পরিবারের অন্য নারীরা এতদিন পর্যন্ত এত বড় ভূমিকা পাননি। ২০২১ সালে ফরচুন ম্যাগাজিন তাকে 'এয়ারেস অনডিউটি' বলে আখ্যায়িত করে এবং ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাধর নারীদের মধ্যে ২১ নম্বরে তাকে স্থান দেয়।

মুকেশ আম্বানি এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, অনেক সময়ই তার ব্যবসার ধরন নিয়েও তার মেয়ে প্রশ্ন তোলেন।

মি. আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত জড়িত আছেন রিলায়েন্সের জ্বালানি সংক্রান্ত ব্যবসায়। এর মধ্যে আছে ফসিলজাত জ্বালানি থেকে শুরু করে সৌরশক্তি প্যানেল তৈরির ব্যবসাও।

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট অনন্ত তার মায়ের সাথে রিলায়েন্স চ্যারিটির বোর্ডেও আছেন। আইপিএলে তাদের দলের ক্রিকেট খেলাতেও তাকে গ্যালারিতে দেখা যায়।

মি. আম্বানি এবং তার ভাই অনিল আম্বানির মধ্যে ২০০২ সালে তাদের পিতার মৃত্যুর পর ব্যবসার উত্তরাধিকার নিয়ে যে তিক্ত বিবাদ হয়েছিল তা অনেকেরই হয়তো মনে আছে ।

সম্পদ ভাগাভাগি করার কোন উইল না থাকায় শেষ পর্যন্ত তাদের মায়ের হস্তক্ষেপে এই বিবাদের রফা হয়েছিল।

এমন এক সময় রিলায়েন্স গ্রুপের নেতৃত্বে এসব পরিবর্তন আসছে যখন আম্বানি পরিবারের সাম্রাজ্যের প্রাধান্যের প্রতি হুমকি তৈরি করেছেন গৌতম আদানি - যিনি কয়লা ও অবকাঠামো ক্ষেত্রে একজন ধনকুবের।

মি. আদানি গত বছর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আম্বানিকে ছাড়িয়ে এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

তারা এখন ভারতের নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাজারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি প্রতিযোগিতা করছেন।

মুকেশ আম্বানি বলছেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য তিনিই গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকবেন, এবং রিলায়েন্সের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্বকে গড়ে তুলবেন, তার ছেলেমেয়েরা যেন সমন্বিতভাবে নেতৃত্ব দিয়ে গ্রুপকে আরো ওপরে নিয়ে যেতে পারে সেজন্য তাদের তৈরি করবেন।

মি. নার্লেকার বলছেন, এ জন্য মি. আম্বানির হাতে একটি ভালো আছে যারা বহুদিন ধরে তার সাথে কাজ করছে। তবে তার ছেলেমেয়েরা কেমন করবে তা সময়ই বলতে পারে, এবং আগামী কয়েকটি বছর হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মি আম্বানি সঠিক নেতাকে চিহ্নিত করার জন্য তার পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবেন, তবে তিনি কোন তাড়াহুড়ো করছেন না বলেন তিনি।

টুকরো খবর

শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি ঃ আরো এক মামলায় কারাগারে বিএনপি নেতা চাঁদ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে কিশোরগঞ্জে দায়ের করা মামলায়, রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ ওরফে চাঁদকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সোমবার সকাল ১১ টায় তাকে আদালতে হাজির করা হলে, জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম রাশেদুল আমিন তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। চলতি বছরের ২৪ মে কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আইনজীবী সৈয়দ আশফাকুল ইসলাম টিটু এই মামলা দায়ের করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি, মানহানি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে, রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদকে প্রধান অভিযুক্ত উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরো চার থেকে পাঁচজনকে মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মামলার এজাহরে বলা হয়, গত ১৯ মে রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদ, জেলার পুঠিয়া এলাকায় প্রকাশ্য জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কবরস্থানে পাঠাতে হবে বলে বক্তব্য দেন। তার এই বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতির জন্য মর্যাদাহানিকর এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। কোর্ট উপপরিদর্শক অজিত কুমার সরকার জানান, আবু সাইদ চাঁদকে আদালতে হাজির করার পর, বিচারকের নির্দেশে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনজীবী, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি মো. জালাল উদ্দিন জানান, মঙ্গলবার জামিন আবেদন করা হবে।

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হাসপাতাল ছাড়ার মতো হয়নি ঃ ব্যক্তিগত চিকিৎসক

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া, গত ২৬ দিন ধরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন এখনো তার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার মতো নয়। সোমবার তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। ডা. জাহিদ জানান, মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে বেগম জিয়াকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। চিকিৎসকরা দিনে দুই বা তিনবার তার সঙ্গে দেখা করছেন, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করছেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনি আরো জানান, মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের পরামর্শে তার চিকিৎসা করছেন। ডা. জাহিদ বলেন, খালেদা জিয়াকে আরো নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। এ কারণে তাকে কয়েক দিন হাসপাতালে থাকতে হবে। বিএনপি চেয়ারপার্সন কবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পারেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনো হাসপাতাল থেকে বাসায় নেয়ার মতো হয়নি। তাই তাকে আর কত দিন হাসপাতালে থাকতে হবে, তা এখনো নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না মেডিকেল বোর্ড। মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, খুব ধীরগতিতে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তিনি জানান, খালেদা জিয়ার জীবন বাঁচাতে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সুবিধাসহ বিদেশের যেকোনো অত্যাধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো জরুরি। তবে, আমরা তার অবস্থা যাতে খারাপ না হয়, তা নিশ্চিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এখানে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, ৯ আগস্ট খালেদা জিয়াকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে তিনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ডের অধীনে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া লিভার সিরোসিস, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, হার্ট ও চোখের সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
06:09:2023

আয়ুষ আহার এর ওপর আলোচনাসভা

দুর্গাপুর (নির্মাল্য গাঙ্গুলী) : কলকাতার সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটএর সেমিনার হলে রসায়ন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত মাল্টি-ইনগ্রেডিয়েন্ট (এএসউ)আয়ুষ আহারের বা ডায়েটের জটিল বোটানিকালের চরিত্রায়নের কৌশল এবং পদ্ধতি শীর্ষক এক দিনের আলোচনা সভারআয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রীমতি মানসী দাস, গবেষণা অফিসার (রসায়ন) দ্বারা ধন্বন্তরী বন্দনা গাওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়, এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডাঃ জি বাবু, সিএআরআই, কলকাতার পরিচালক এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন ডক্টর এন শ্রীকান্ত, সিসিআরএএস - নতুনদিল্লীর

উপমহাপরিচালক। এটি একটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম ছিল যেখানে সিএসআইআর, এনআইপিইআর, স্কুল অফ ন্যাচারাল প্রোডাক্ট স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী এবং কিছু বিপণন কর্মীরা যেমন ইমামি, হিমালয়, ন্যাচারাল রেমেডিজ প্রাইভেট লিমিটেড এই সেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং এটির সভাপতিত্ব করেন ড. এন. শ্রীকান্ত, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, সিসিআরএএস, নয়াদিল্লি। সেশনটি পরিচালনা করেন ড. রবীন্দ্র সিং, সহকারী পরিচালক (রসায়ন) এবং প্রোগ্রাম অফিসার, রসায়ন। সহায়তায় ছিলেন সিনিয়র টেকনিশিয়ান উৎপল হাজরা।

পুতিনের সাথে বৈঠক করতে রাশিয়া যেতে পারেন উত্তর কোরিয়ার কিম জং আন

মাস্কো (এজেন্সী) : উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং আন চলতি মাসে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করতে রাশিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা সিবিএসকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের সমর্থনে মস্কোকে উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র সরবরাহের সম্ভাবনা নিয়ে দুই নেতা আলোচনা করবেন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এই বৈঠকটি কোথায় হবে সেটা নিয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য জানা যায়নি।

এই খবরটি অন্যান্য মার্কিন গণমাধ্যম ফলাও করে প্রচার করলেও কোন প্রতিবেদনে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর কোরিয়া বা রাশিয়ার পক্ষ থেকে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এক সূত্রের বরাত দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, মি. কিম সম্ভবত সাঁজোয়া ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারেন। হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে বলা হয়েছে , দুই দেশের মধ্যে অস্ত্র সমঝোতা 'অগ্রসর' হওয়ার বিষয়ে তারা তথ্য পেয়েছেন।

এরপরই রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সম্ভাব্য বৈঠকের বিষয়টি সামনে আসে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া সফরের সময় পিয়ংইয়ংকে রাশিয়ার কাছে গোলাবারুদ বিক্রি করার বিষয়ে সম্মত করার চেষ্টা করেছিলেন।

সভায় প্রদর্শন করা অস্ত্রের মধ্যে 'হাসং' নামের আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোভিড মহামারির পর ওই প্রথম মি. কিম বিদেশি অতিথিদের জন্য তার দেশের দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

মি. পুতিন এবং মি. কিম তখন থেকে তাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করছেন, বলেন মি. কিরবি।

আমরা উত্তর কোরিয়াকে রাশিয়ার সাথে তার অস্ত্র আলোচনা বন্ধ করতে আহবান জানিয়েছি এবং পিয়ংইয়ং রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ বা বিক্রি না করার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা মেনে চলার আহবান জানাই, বলেন মি. কিরবি।

তিনি তার বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়াকে ডিপিআরকে হিসেবে উল্লেখ করেন। যার পূর্ণাঙ্গ রূপ হল ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া অর্থাৎ গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া।

উত্তর কোরিয়া রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করলে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, মি. কিম এবং মি. পুতিনের মধ্যে বৈঠকটি রাশিয়ার পূর্ব উপকূলে ভ্লাদিভোস্টক শহরে হতে পারে।

নিউইয়র্ক টাইমসের কূটনৈতিক সংবাদদাতা এডওয়ার্ড ওং বিবিসি নিউজ চ্যানেলকে জানিয়েছেন যে, উত্তর কোরিয়ার কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল গত মাসের শেষের দিকে ভ্লাদিভোস্টক এবং মস্কো ভ্রমণ করেছে।

ওই প্রতিনিধি দলের মধ্যে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা ছিলেন যারা উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতার ভ্রমণ ও অন্যান্য প্রটোকলের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে। এই বিষয়টি কিম জং আনের ভ্লাদিভোস্টক শহরে সফরের বিষয়ে শক্তিশালী ইঙ্গিত দেয়।, ওং বলেছেন।

তিনি আরও বলেন, উত্তর কোরিয়া তাদের কৃত্রিম উপগ্রহ এবং পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন কর্মসূচির জন্য মস্কোর কাছ থেকে উন্নত প্রযুক্তির সহায়তা চাইছে।

এছাড়াও উত্তর কোরিয়া বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে একটি। দেশটি প্রায়শই ব্যাপক খাদ্যাভাবের মধ্য দিয়ে যায় এবং তারা রাশিয়ার কাছ থেকে খাদ্য সহায়তাও চাইছে, নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক এ কথা বলেছেন।

উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এর আগেও রাশিয়াকে ইউক্রেনের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করার অভিযোগ উঠেছিল। তবে সেটি অস্বীকার করেছে পিয়ংইয়ং এবং মস্কো।

জন এভারার্ড, যিনি ২০০৬ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে উত্তর কোরিয়ায় যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি বিবিসিকে বলেছেন, সম্ভাব্য সফরের বিষয়ে এতো প্রচার প্রচারণা হওয়া একটি বিষয় ইঙ্গিত করে যে এখন এই সফর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

কিম জং আন তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে অতি উদ্বিগ্ন। তিনি তার গতিবিধি গোপন রাখতে অনেক চেষ্টা করেন এবং যদি এটি জানাজানি হয়ে যায় যে, তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে দেখা করতে ভ্লাদিভোস্টকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাহলে তিনি সম্ভবত পুরো পরিকল্পনাই বাতিল করে দেবেন, তিনি বলেন। .

পিয়ংইয়ং জানে যে মস্কো যুদ্ধাস্ত্রের জন্য 'মরিয়া' হয়ে উঠেছে। অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার কাছে যে দাম চাইবে তা পাবে। এই দাম চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার কাছে অস্ত্রের মজুদ থাকলেও তারা খুবই দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় আছে, তিনি যোগ করেন।

২০১৯ সালে দুই নেতার শেষবার বৈঠক হয়েছিল, যখন মি. কিম ট্রেনে করে ভ্লাদিভোস্টকে এসেছিলেন। কর্মকর্তারা তাকে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী রুটি ও লবণ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল।

বৈঠকের পর মি. পুতিন বলেন, মি. কিম তার পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে সরে আসতে চাইলে তাকে 'নিরাপত্তার নিশ্চয়তা' দিতে হবে।

এই বৈঠকের অন্তত কয়েক মাস আগে ভিয়েতনামে মি. কিম এবং তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে কোরীয় উপদ্বীপে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে একটি শীর্ষ বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু সে বৈঠকে তখন কোন অগ্রগতি হয়নি।

নিখোঁজ রুশ জেনারেলকে প্রকাশ্যে দেখা গেল মস্কোতে

মস্কো : গত জুন মাসে রাশিয়ায় ওয়াগনার গ্রুপের বিদ্রোহের পর থেকে নিখোঁজ এক রুশ জেনারেলকে এই প্রথম দেখা গেছে অনলাইনে প্রকাশিত এক ছবিতে। সের্গেই সুরুভিকিন ওয়াগনার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে মনে করা হয়। প্রিগোশিন গত মাসে এক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মারা যান।

রাশিয়ায় এরকম অনেক রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছিল যে ওয়াগনার বিদ্রোহের সঙ্গে সম্ভাব্য সম্পর্কের বিষয়ে জেনারেল সুরুভিকিনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার এই সাবেক অধিনায়ককে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ছবিতে এখন প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে।

জেনারেল সের্গেই সুরুভিকিন প্রকাশ্যে এসেছেন। তিনি বেঁচে আছেন, সুস্থ আছেন, মস্কোতে তার বাড়িতে পরিবারের সঙ্গেই আছেন। ছবিটা তোলা হয়েছে আজকে সোমবার টেলিগ্রাম চ্যানেলে ছবিটি পোস্ট করে লিখেছেন রাশিয়ার একজন নামকরা গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব কেসেনিয়া সোবচাক।

এই ছবিটি আসল কিনা তা বিবিসি এখনো যাচাই করে দেখতে পারেনি। ছবিতে জেনারেল সুরুভিকিনকে সানগ্লাস পরে লাল চুলের এক নারীর হাত ধরে হেঁটে যেতে দেখা যাচ্ছে। এই নারী দেখতে জেনারেলের স্ত্রী আনার মতোই মনে হচ্ছে।

রাশিয়ার এক সাংবাদিক আলেক্সেই ভেনেডিক্টভও পৃথকভাবে টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন,জেনারেল সুরুভিকিন বাড়িতে তার পরিবারের সঙ্গেই আছেন। তিনি এখন ছুটিতে আছেন, এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনারের সৈন্যরা ২৩ এবং ২৪ জুন এক বিদ্রোহে যোগ দেয়। তারা মস্কোর দিকে অগ্রসর হবে বলে হুমকি দিচ্ছিল।

গত ২৩ অগাস্ট মস্কোর কাছে একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে প্রিগোশিন এবং আরও নয় জন নিহত হয়। এই ঘটনা নিয়ে তীব্র জল্পনা-কল্পনা চলছিল। বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই অবশ্য রাশিয়ায় ওয়াগনারের নেতা প্রিগোশিনের মৃত্যু সময়ের ব্যাপার বলে বর্ণনা করা হচ্ছিল।

জেনারেল সুরুভিকিনকে সর্বশেষ প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছিল ওয়াগনার বিদ্রোহের সময় এক ভিডিওতে। সেখানে তিনি বিদ্রোহ থামানোর জন্য সৈন্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন।

পরে অবশ্য গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছিল তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তিনি কোথায় আছেন তা সরকারিভাবে কখনোই নিশ্চিত করা হয়নি। গত অক্টোবরে জেনারেল সুরুভিকিনকে ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর অধিনায়ক করা হয়। কিন্তু তিন মাস পরেই আবার তাকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। সিরিয়ায় রাশিয়ার অভিযানের সময় ব্যাপক নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি পরিচিতি পান। সেখানে তাকে 'জেনারেল আর্মাগেডন' বলে বর্ণনা করা হতো।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঢাকা সফর করবেন ১০ সেপ্টেম্বর

ঢাকা (এজেন্সী) : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা সফরে আসবেন। তার এই সফরকে, বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরো গভীর করার সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সোমবার ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ'র ঢাকা সফরের তথ্য নিশ্চিত করেছে ফ্রান্সের সরকার। ফ্রান্স এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশকে এমন একটি দেশ হিসেবে বর্ণনা করেছে, যেটি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তার অংশীদারিত্বে বৈচিত্র্য আনতে চাইছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও ফ্রান্স বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দারুণ একতা দেখায়। বিশেষ করে, প্যারিস এজেন্ডা ফর পিপলস অ্যান্ড দ্য প্ল্যানেট-এর পরিকাঠামোর মধ্যে এই ঐক্য প্রতিফলিত হয়। এই পরিকাঠামো-কে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ তাই ম্যাক্রোঁ তার মানবিক ফ্রন্টে বিশেষ করে নিয়মিত বন্যার মুখে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ফ্রান্সের দৃঢ়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করবেন। বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আতিথেয়তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংহতি ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা দেশ উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে নয়াদিল্লি সফর করবেন। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা সফর করবেন তিনি। এদিকে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গত সপ্তাহে বলেছেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-এর সফরের সময় জলবায়ু পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রিত অভিবাসনের মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ ও ফ্রান্স, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিযাগে বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করবে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। এর আগে, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের নভেম্বরে ফ্রান্স সফর করেন।

আমেরিকার পরমাণু বোমার গোপন তথ্য যার মাধ্যমে পেয়েছিল মস্কো

মাস্কো (এজেন্সী) : জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমা ফেলার বছর চারেকের মধ্যেই তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরি করে তাদের প্রথম প্লুটোনিয়াম পরমাণু বোমা আরডিএস-ওয়ান। সেই সঙ্গেই তারা বিশ্বের পারমাণবিক অস্ত্র সম্পন্ন দ্বিতীয় দেশ হয়ে ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ অবশ্য আন্দাজ করতে পারেনি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এতো তাড়াতাড়ি পারমানবিক অস্ত্র বানিয়ে ফেলবে। তাদের ধারণা ছিল যে ১৯৫৩ সালের আগে হয়তো সোভিয়েত ইউনিয়ন এই কাজে সফল হতে পারবে না। কিন্তু রাশিয়া ১৯৪৯ সালেই সফলভাবে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পশ্চিমা বিশ্বকে কিছুটা হতচকিতই করে দেয়। তবে তার থেকেও চমকপ্রদ তথ্য হল পারমানবিক বোমার প্রযুক্তি রাশিয়ার হাতে পৌঁছানোর পিছনে ছিলেন থিয়োডোর হল নামে যুক্তরাষ্ট্রের এক বিজ্ঞানী। তিনিই তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পারমানবিক বোমার গোপন তথ্য পাচার করে দিতেন।

মি. হল ছাড়া আরও কয়েকজন বিজ্ঞানীও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে পারমানবিক বোমা সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কে জন্ম হওয়া, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বিজ্ঞানী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কেন হাত মিলিয়েছিলেন, সেটা বড় রহস্য।

যুক্তরাষ্ট্র ৯ই অগাস্ট, ১৯৪৫ সালে নাগাসাকির ওপরে যে পরমাণু বোমা ফেলেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম যে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল - দুটোই একই রকমের বোমা ছিল। সেটা কোনও কাকতালীয় ঘটনা ছিল না।

অতিগোপনীয় 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমা বানিয়েছিল। সেই প্রজেক্ট থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে ডিজাইনটি চলে যায়। 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট'-এ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাজ্য আর কানাডাও যুক্ত ছিল। পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পের গোপনীয়তা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারাদেশে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন ছাড়া আর কারও ধারণাই ছিল না যে 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট'-এ কী করা হচ্ছে। থিয়োডোর হল ছিলেন ওই হাতে গোনা কয়েকজনের অন্যতম।

থিয়োডোর হলের জন্ম হয় ২০শে অক্টোবর ১৯২৫ সালে, নিউইয়র্কের এক ব্যবসায়ী পরিবারে। তার মা ছিলেন গৃহবধূ। তার জন্ম হয়েছিল এমন একটা সময়ে, যা ইতিহাসে 'গ্রেট ডিপ্রেশন' নামে পরিচিত। তখন কঠিন জীবন-যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেত হচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষকে।

সেই দুরবস্থার মধ্যেও কিন্তু থিয়োডোর হলের গণিত আর ভৌত বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা আটকায়নি।

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই থিয়োডোর হল ভর্তি হয়েছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই তিনি স্নাতক হন ১৯৪৪ সালে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তার স্নাতক স্তরের ফলাফল দেখেই থিয়োডোর হলের ওপরে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নজর পড়ে। তারা সেই সময়ে পরমাণু প্রকল্পের জন্য প্রতিভাবানদের খোঁজ চালানো হচ্ছিল। চাকরিতে নিয়োগের জন্য কর্মকর্তারা মি. হলের প্রথম ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন লস অ্যালামোস ল্যাবরেটরিতে। তবে তাদের জানা ছিল না যে আগেই থিয়োডোর হলের এক জায়গায় নিয়োগ হয়ে গেছে।

তিনি মার্কসবাদী ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়েছিলেন আর হোস্টেলে তার রুমেই থাকতেন স্যাভিল স্যাক্স নামে আরেক ছাত্র। তিনি ছিলেন এক রুশ অভিবাসীর পুত্র।

স্যাভিল স্যাক্সের জন্ম নিউ ইয়র্কে হলেও তিনি ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। তিনিই থিয়োডোর হলকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য কাজ করতে রাজী করান এবং পারমানবিক বোমা সম্বন্ধে সব গোপন তথ্য তার হাত দিয়েই পৌঁছে যায় মস্কোয়।

থিয়োডোর হল তার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ১৯৯৭ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক লিখিত বয়ানে জানিয়েছিলেন যে তার ভয় ছিল যে পারমানবিক অস্ত্রের ওপরে একাধিপত্য না কায়েম হয়ে যায়। তাই তিনি চেয়েছিলেন শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতেও পারমানবিক অস্ত্র থাকা জরুরী ছিল।

তিনি লিখেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন বীরত্বের সঙ্গে নাৎসি হিটলারের সঙ্গে লড়াই করেছিল প্রচুর প্রাণের বিনিময়ে। সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নই নাৎসি জার্মানির দ্বারা পরাজয়ের হাত থেকে পশ্চিমা সহযোগীদের বাঁচিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যাদের কাছে তিনি পারমাণবিক বোমার তথ্য পাঠাতেন, তারা থিয়োডোর হলকে দ্য ইয়ংস্টার বলে উল্লেখ করত।

থিয়োডোর হলের বয়স তখন ছিল মাত্রই ১৯ বছর। যুক্তরাষ্ট্র নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল, সেটা ছিল প্লুটোনিয়াম বোমা এবং হিরোশিমায় ফেলা হয়েছিল ইউরেনিয়াম বোমা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রু দেশ ছিল একই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্র আর মস্কো একে অন্যের ওপরে গোয়েন্দাগিরি চালাত না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্তচরবৃত্তির পাল্টা যুক্তরাষ্ট্র একটা প্রকল্প চালু করেছিল ১৯৪৩ সালে, যেটার নাম ছিল ভেনোনা।

যুক্তরাষ্ট্রের 'কোড-ব্রেকার'রা ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরেই সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোপন বার্তাগুলি পড়ে ফেলতে শুরু করে।

সেখান থেকেই যুক্তরাষ্ট্র জানতে পারে যে তাদের অতি গোপনীয় 'ম্যানহাটান প্রোজেক্ট'-এও সোভিয়েত গুপ্তচর রয়েছে।

থিয়োডোর হল ১৯৫৯ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলেন, তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি আসলে মস্কোর সহযোগী। এফবিআই এজেন্টরা তার কাছে পৌঁছেও গিয়েছিলেন।

এর এক বছর আগে 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট'-এ কর্মরত এক ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক ক্লৌস ফুস এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডেভিড গ্রিণগ্লাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু গবেষণার তথ্য শত্রু দেশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

তিন গুপ্তচরের এই চক্রে থিয়োডোর হলকে 'দ্য থার্ড ম্যান' বলেও চিহ্নিত করা হতো।

কিন্তু থিয়োডোর হল আর তার বন্ধু স্যাভিল স্যাক্সের কাছ থেকে কখনই জবানবন্দী আদায় করতে পারেনি এফবিআই।

অন্য কোনও গুপ্তচরও যেমন কখনও থিয়োডোর হলের নাম নেননি, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচরদেরও চোখে কখনও এমন কিছু পড়েনি যে মি. হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে গোপন তথ্য পাচার করছেন।

'ম্যানহাটন প্রজেক্ট'-এর পরে থিয়োডোর হল দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের কাছে মস্কোয় পৌঁছানোর মতো প্রচুর যোগাযোগ ছিল, যা দিয়ে মি. হলের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা যেত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আদালতে কখনও এটা বলতে চায়নি যে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের গোপন বার্তাগুলি পড়ে ফেলতে সক্ষম। এর ফলেই থিয়োডোর হল বেঁচে গিয়েছিলেন।

নিজের আর তার স্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন থিয়োডোর হল। তাই যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি গ্রহণ করেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে অবসর নেওয়ার পরে তিনি নিরিবিলি অবসরজীবন যাপন করছিলেন। সেই সময়েই তার ইতিহাস প্রকাশ পেয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পুরণো নথিপত্র যখন ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়, তখনই মস্কোর সঙ্গে তার সম্পর্কে কথা সামনে আসে। ততদিনে স্যাভিল স্যাক্সসহ বাকি সাক্ষীদের মৃত্যু হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক সাংবাদিককে থিয়োডোর হল বলেছিলেন, এরকম একটা অভিযোগ করা হয় যে আমি নাকি ইতিহাসের ধারাই বদলে দিয়েছিলাম। যদি ইতিহাসের সেই ধারা না বদলাতো তাহলে গত ৫০ বছরে হয়তো পারমাণবিক যুদ্ধ হয়ে যেত। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৯ বা ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে চীনের ওপরে হয়তো পারমানবিক বোমা ফেলা হয়ে যেত।

যদি আমি যদি এসব ঘটনা না ঘটতে দেওয়ার জন্য কোনওভাবে সাহায্য করে থাকি, তাহলে আমি এই অভিযোগ স্বীকার করছি, বলেছিলেন থিয়োডোর হল।

নাগাসাকি ও হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলার সাত দশকেরও বেশি সময়ে যে পারমাণবিক অস্ত্র আর কখনও ব্যবহৃত হয়নি, তার পিছনে তার অবদান ছিল। এই বিশ্বাস নিয়েই ক্যান্সারে আক্রান্ত থিয়োডোর হল পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন।

তার মৃত্যুর খবর বিবিসিতে প্রকাশিত হয়েছিল বৃহস্পতিবার, ১১ই নভেম্বর, ১৯৯৯ সালে।